বাঙ্গলার কর্ম্মবীর।

শ্রীশচন্দ্র রায়

নিবেদন।

পরলোকগত রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্ররায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজসাহীতে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত জানিবার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, এই জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু নানাকারণে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিতে বিলম্ব হইল। ইহাতে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা অধিকাংশই প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা হইতে সঙ্কলিত।

এ সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব সংগ্রহার্থে রাজসাহীর প্রথিত নামা উকীল রায় সাহেব কুঞ্জলাল সাহা, M. A. B. L. এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোপাল দত্ত মহাশয় অনেক সহায়তা করিয়াছেন, এ জন্য লেখক তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

রাজসাহীর প্রাচীন সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহার হেতু এই যে শরচ্চন্দ্রের জীবনীর সহিত যে সকল বিষয় সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাই উল্লেখ করা প্রধান উদ্দেশ্য।

এই জীবনচরিত যাহাতে বহুল রূপে প্রচার হয় তজ্জন্য ইহার মূল্য মাত্র মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ের অনুপাতেই নির্দ্ধারণ করা হইল।

ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থই রাজসাহী কলেজে প্রস্তাবিত কৃষিশিক্ষা বিভাগে একটি স্মৃতি পদক সংস্থাপনার্থে ব্যয় করা হইবে।

দিলখুসা
৯৬।২এ, ল্যান্সডাউন্ রোড,
কলিকাতা
১৬ই জুন ১৯৩৫।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

বাঙ্গলার কর্ম্মবীর

প্রথম পরিচ্ছেদ

(অবতরণিকা)

বিগত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখ, রাজসাহীর প্রবীন উকীল রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র রায়ের পরলোক গমনে রাজসাহী জেলা বাসী শিক্ষিত অশিক্ষিত আপামর জনসাধারণই অত্যন্ত শোকাকুল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নানা স্থানে শোকসভা করিয়া তাঁহাদের মনোবেদনা যথোচিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ছাত্রবৃন্দ তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অসাধ্যসাধন কর্ম্মনিষ্ঠা, অমানুষিক শ্রমশীলতা, সর্ব্ব কার্য্যে অসাধারণ উত্তম ও সাহসিকতা এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন সংগ্রামে কৃত-কার্য্যতা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্থানীয় প্রবীন হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকা এবং কলিকাতার আনন্দ বাজার প্রমুখ বাঙ্গলার প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার সহিত যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার অনন্য-সাধারণ গুণাবলীর কিছু আভাষ পাওয়া গিয়াছে এবং জন সাধারণের মনোগত ভাব ও কিছু প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় শরচ্চন্দ্রের আশৈশব জীবন বৃত্তান্ত একটুকু বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিলে সকলের নিকট আদরণীয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে বর্ত্তমান দেশব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার যুগে তাঁহার কর্ম্ম-পদ্ধতি বিশেষ রূপে অনুকরণীয়, সুতরাং ইহা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিলে লোকশিক্ষার বিশেষ অনুকূল হইবে। বিশেষতঃ রাজসাহী জেলার ইতিহাসের সহিত তাঁহার জীবন ওতঃপ্রোতঃ ভাবে

জড়িত ছিল, তাঁহার কর্ম্মময় জীবন রাজসাহীতেই আরম্ভ এবং রাজসাহীতেই অবসান হইয়াছে। সুতরাং রাজসাহী বাসীর নিকট তাঁহার জীবনধারা আদরণীয় হওয়াই স্বাভাবিক। শরচ্চন্দ্রের আদিম পৈত্রিক নিবাস রাজসাহী না হইলেও তিনি রাজসাহীর 'মোক্‌দ্দম্ সাহেবের' মাটীতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং পাঠ্যাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ওকালতা ব্যবসায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ীরূপে রাজসাহীতেই বাস করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ স্থানে বাস করিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাজসাহীতেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃদেবীও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজসাহীতেই পরলোক গমন করিয়াছেন। সুতরাং রাজসাহীই তাহার মাতৃভূমি বলিতে হইবে। আইন ব্যবসা উপলক্ষে সমগ্র জেলা বাসীর নিকটই তিনি সুপরিচিত হইয়াছিলেন। বিগত ৩০ বৎসর কাল রাজসাহী জেলার শাসন কার্য্যেও তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন, বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে, লোকের ধারণা হইয়াছিল যে তাঁহারই অঙ্গুলী সঞ্চালনে রাজসাহী জেলার শাসন যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইত।

তাঁহার জীবনী লিখিতে হইলে রাজসাহীর এক শতাব্দীর পুরাতন ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

ইহার ৭০ বৎসরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে লেখক প্রত্যক্ষদর্শী, বাকী ৩০ বৎসরের সংবাদ শৈশবে গুরুজনদিগের কথাবার্ত্তায় অনেক শুনিতে পাইতেন। সেই স্মৃতি হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে পদ্মানদীর খরস্রোতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের গৃহ সকল ধৌত হইয়া গেলে, সহর হইতে তিন মাইল দূরে বর্ত্তমান স্থানে ঐ সকল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সে সময় নীল চাষ এবং উৎকৃষ্ট রেশম শিল্পের জন্য রাজসাহী বিখ্যাত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ওয়াট্‌সন্ কোম্পানী এই সকল ব্যবসায়

বিস্তৃত রূপে পরিচালনা করিতেন। 'বড়কুঠী' নামে এক উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ২।৩ মাইল ব্যাপী স্থানে তাঁহাদের রেশম প্রস্তুতের বিশাল কারখানা ছিল। জনশ্রুতি এই যে পর্টুগিজ ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানী ঐ কারখানা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। কালক্রমে এই কারখানার বার আনা ভাগ পদ্মানদীর কুক্ষীগত হইয়া যায়। বহু গুদাম ঘর এবং অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া নদীবক্ষে নিক্ষেপ করায় এই ধ্বংস লীলা বন্ধ হইয়া যায়। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মানদীর জলস্রোত এই কারখানার চতুঃসীমায় অবস্থিত এক বৃহৎ প্রাসাদের পাদদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া আর অগ্রসর হয় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমি কম্পে এই ঐতিহাসিক অট্টালিকাটি বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কোনরূপে সংস্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। রেশম ব্যবসা উঠিয়া গেলে মিড্‌নাপুর জমিদারী কোম্পানী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং সংপ্রতি প্রায় সমস্ত স্থানই কায়েমী পাট্টা দিয়া প্রজা পত্তন করিয়াছেন।

রাজসাহী সহর এই কুঠীর চতুর্দ্দিকে ক্রমে গঠিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। সাহেব বাজার নামে রাজসাহীর একমাত্র বাজার বহুকাল হইতেই বড়কুঠীর অধীনে ছিল এখনও তাহাই আছে তবে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সংসাধিত হইয়াছে।

বড়কুঠীর মালিকগণের সহিত শরচ্চন্দ্রের পিতার বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তিনি উকীল হইলে কোম্পানীর পক্ষে আদালতের কার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য কার্য্যে সর্ব্বদাই তাহাদের সহায়তা লাভ করিতেন। সাহেব বাজারের প্রায় সকলেই তাঁহার স্বপক্ষে ভোট দিত, ইহার মূল কারণ কোম্পানীর সহানুভূতি।

রাজসাহী জেলা স্কুল গৃহটি বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ার সময়েই। শরচ্চন্দ্র এই স্কুল গৃহে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। তফজ্জল মিঞা তখন এই স্কুলেই শিক্ষক ছিলেন।

যে স্থানে কলেজ মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে সেখানে পূর্ব্বে এক বড় লবন গোলা নামে আড়ত ছিল। এবং অনতি দূরে জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ও শিক্ষকগণ বাস করিতেন। শরচ্চন্দ্র যখন বিএ, পড়েন সে সময় কলেজের বর্ত্তমান সুন্দর অট্টালিকাটি সম্পূর্ণ হয় নাই ছাত্রগণ হাই স্কুলের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া অধ্যাপকগণের লেক্‌চার শুনিতেন।

রাজসাহীতে মক্‌দম্‌ সাহেবের দরগা একটি বহু পুরাতন ও বিশিষ্ট পীঠ স্থান। বহুকাল হইতেই হিন্দু মুসলমান দূর দূরান্তর হইতে এখানে সিন্নি দিতে আসিত। হিন্দু মুসলমান আপামর সাধারণ লোকই, জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, মক্‌দম্‌ সাহেবকে এই সমগ্র স্থানের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এবং পরস্পরের মধ্যে কোন ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ভাব ছিল না।

এই সহর পূর্ব্বে রামপুর বোয়ালিয়া বলিয়া অভিহিত হইত এবং প্রচলিত কথায় 'রামপুরা' বলা হইত। ইংরাজীতে Rampore Beauleah এইরূপ বিচিত্র বর্ণবিন্যাশ করা হইত। বঙ্গ ভঙ্গের পর এই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাজসাহী নাম করা হইয়াছে।

বহুকাল হইতেই জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নগরের দক্ষিণে পদ্মানদীর ধারে, পূর্ব্বান্তে সরদহের নিকট হইতে পশ্চিমান্তে কাছারীর পশ্চিম পর্য্যন্ত একটি উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত আছে। বর্ষাকালে জল নির্গমের জন্য ৪।৫টি দরজা (Sluicegate) ছিল, তদ্বারা জলাশয় সকল পরিপূর্ণ হইত এবং উত্তরাঞ্চলে শস্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইত। এখনও তাহাই আছে।

শরচ্চন্দ্রের পিতা এই সহরে বড় কুঠীর অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। প্রতিবাসীগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। পূর্ব্বদিকে জমসেরপুর নিবাসী প্রতিভাশালী স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ বাগচি ও তাঁহার ভ্রাতাগণ বাস করিতেন। সর্ব্বানন্দ বাগচি মহাশয় ওয়াটসন্‌ কোম্পানীর দেওয়ান

ছিলেন। সংপ্রতি তাঁহারা কেহ এখানে থাকেন না, তাঁহাদের বাস-গৃহ সকল ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইয়া আছে। দক্ষিণে স্বনাম প্রসিদ্ধ দীন নাথ সিংহ মোক্তার বাস করিতেন। তিনি সে সময় একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ফারসী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল এবং বড় বড় মোকদ্দমায় ইংরেজ বিচারক ও কৌনৃসুলী-গণের সমক্ষে ঐ ভাষায়ই বাগ্মিতার সহিত সওয়াল জবাব করিয়া সমগ্র জেলা ব্যাপী যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরিসীম বদান্যতার জন্য তাঁহার নাম এতদ্দেশে চির প্রসিদ্ধ ও চিরস্মরনীয় হইয়া আছে। তাঁহার দানশীলতা সম্বন্ধে একটি গল্প অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে উল্লেখ যোগ্য।

একদা একজন ব্রাহ্মণ দায়গ্রস্থ হইয়া সাহায্যের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হয়। সেই সময় কোন কারণ বশতঃ তাঁহার মনের অবস্থা একটু খারাপ ছিল। তিনি রুক্ষ ভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রাহ্মণ ইহাতে সাতিশয় মনোক্ষুন্ন হইয়া বলিয়া ফেলিল "সকলের বেলায়ই দীন নাথ, কেবল আমার বেলায়ই সিংহ"। দীননাথের মন গলিয়া গেল যথোপযুক্ত অর্থ দান করিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করিলেন।

উত্তরে সম্ভ্রান্ত জমিদার স্বর্গগত বসন্ত কুমার ঘোষ ও শ্যামলাল ঘোষ বাস করিতেন, এখন তাঁহাদের বংশধরগণ তথায় প্রতিষ্ঠার সহিত অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের সকলের সহিতই শরচ্চন্দ্রের পিতার নিতান্ত সৌহৃদ্য ছিল, এবং তাহাদের নিকট অশেষ উপকার ও লাভ করিয়াছেন। বাগচি মহাশয়ের সাহায্যে ওয়াট্‌সন কোম্পানীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে শরচ্চন্দ্র ও কোম্পানীর ম্যানেজারদিগের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সিংহ মহাশয়ের নিকট যে উপকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা অপরিশোধনীয়। এসম্বন্ধে পরে উল্লেখ করা হইল। এতদ্ব্যতীত সহরের অন্যত্র যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক বাস করিতেন তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল।

১। স্বর্গীয় মোহিনী মোহন রায়, প্রসিদ্ধ উকীল, (২) রামজয় মজুমদার, তৎকালীন খ্যাত নামা প্রধান উকীল, (৩) উমাকান্ত ভাদ্রা, সরকারী উকীল, (৪) গোঁসাই গঙ্গাদত্ত ভারতী, (৫) রাধাসুন্দর রায়, (৬) গোবিন্দ বাকচি, (৭) গুরু গোবিন্দ মুন্সী, (৮) লাল বিহারী সাহা, জমিদার, (৯) কন্দারি মল দুনিচাঁদ কুঠীর স্বত্তাধিকারী দেবী দাস বাবু প্রভৃতি।

ইঁহারা সকলেই পরস্পর সদ্ভাবে বাস করিতেন। আর্থিক আদান প্রদান সম্বন্ধে ও এত অমায়িক ভাব ছিল যে এখন সেরূপ ধারণাই করা যায় না—দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা গেল। একদিন দেবী দাস বাবু স্নান করিবার উয্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কর্ম্মচারী দূর হইতে বলিল "পাঁচু মণ্ডল ৫০ হাজার রূপেয়া মাঙ্গ্‌তা গাড়ি ভেজা"। উত্তর হইল "দে দেও"। এই রূপে মুখের কথায় এত টাকার কারবার হইয়া গেল!

রাজসাহীর রাজা ও জমিদার বর্গের অধিকাংশের এক একটি বাসা ছিল কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ভাবে তাঁহারা কিংবা তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারী কেহ থাকিতেন না। তবে কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা আসিতেন। তাহের পুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাল্যাবস্থায় জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন এবং পরে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন।

স্বর্গগত নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায়, এখানকার জেলা স্কুলে পাঠ করিয়া পরে কলিকাতা চলিয়া যান।

পরলোকগত রাজা প্রমদা নাথ রায় ও কুমার বসন্ত কুমার অনুজগণ সহ এখানেই পাঠ করিতেন পরে তাঁহারা ও অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন।

তালন্দের জমিদার স্বর্গীয় মোহান্ত ললিত মোহন মৈত্র অনেক পরে রাজসাহী আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছিলেন। এখন তাঁহার পুত্র রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্র, M. A. B. L.

জনহিত কর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া কিশোরী বাবুর স্থান অধিকার করিতেছেন।

ইঁহাদের সকলের সহিতই শরচ্চন্দ্রের পিতা অচ্ছেদ্য বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—যে সূত্র পরবর্ত্তী কালে ও কখন ছিন্ন হয় নাই। কারণ শরচ্চন্দ্রের সমসাময়িক কালে উঁহাদের বংশধরগণ মধ্যে যাঁহারা রাজসাহীতে বাস করিতেন ও কার্য্য ক্ষেত্রে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত সেই ভাবই অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকের নাম করা যাইতেছে (১) ৺উমাকান্ত ভায়ার পুত্র সুরেন্দ্র নাথ ভায়া, রায় বাহাদুর, এখন সরকারী উকীল, (২) ৺গুরু গোবিন্দ মুনসীর পুত্র, অকালে পর-লোক গত গুরু নাথ মুনসী, (৩) ৺রাধাসুন্দর রায়ের পুত্র রাম চন্দ্র রায়, (৪) ৺গোবিন্দ চন্দ্র বগচী মহাশয়ের পুত্র ঝরু বাগচী।

তিনি বাল্যাবস্থা হইতে এইরূপ সুখকর, প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন সুতরাং রাজসাহীর প্রতি তিনি সমধিক আকৃষ্ট ছিলেন এবং রাজসাহীকেই মাতৃভূমি সম শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাচীনতম অধিবাসীগণের বংশধরগণ অনেকেই এখানে বাস করেন না, যে অল্প সংখ্যক আছেন শরচ্চন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন।

শরচ্চন্দ্রের বাল্যাবস্থায় রামপুর বোয়ালিয়ায় যাতায়াতের কোন প্রকার আধুনিক সুবন্দোবস্ত ছিল না। নৌকা যোগেই কুষ্টিয়া গোয়ালন্দ ও ভগবান গোলা হইয়া অন্যত্র গমনাগমন করিতে হইত। ইহা অতীব বিপদ সঙ্কুল ছিল। বহুদিন পরে তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে, দার্জ্জিলিং রেল লাইন সংস্থাপিত হয়। তখন গোযানে নাটোর এবং নৌকায় দামুকদিয়া হইয়া অন্যত্র যাইতে হইত। নাটোর ষ্টেসন হইতে রামপুরা ২৮ মাইল, গো-শকটে প্রায় একদিন লাগিত। কর্ম্মবীর শরচ্চন্দ্র কলেজে অধ্যয়নকালে এই সুদীর্ঘ পথ অধিক সময় পদব্রজেই যাইতেন, কারণ এইরূপ বৃথা সময় অপব্যয় করা তাঁহার নিকট অসহ্য

হইত। প্রৌঢ়াবস্থায় বাইসাইকেল চড়া অভ্যাস করিয়া দ্বিচক্রযানেই অনেক সময় কার্য্যোপলক্ষে নাটোর যাতায়াত করিতেন। ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ ক্লাসে পড়িবার সময় রাজসাহী কলেজের নূতন অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন দেখিয়াছেন। মাদ্রাসা বহু পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। এ সি এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব যখন প্রিন্সিপাল, রাজসাহী কলেজের নব নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ প্রকাশ্য ভাবে খোলা হয়। তাঁহার পর লিভিংষ্টোন্ সাহেব যখন অধ্যক্ষ, তখন পরলোকগত কুমুদিনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন। ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হন। ইহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই গণিতজ্ঞ রাজ মোহন সেন অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজসাহী কলেজের সুনাম ও সুশিক্ষার ফলে, ছাত্র সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাণী হেমন্ত কুমারী বোর্ডিং হাউস সংস্থাপিত হইল এবং কলেজের অন্যান্য বহুবিধ উন্নতি সাধন আরম্ভ হইল। খেলার মাঠ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এই সকল সম্প্রসারণ কার্য্যে শরচ্চন্দ্রও কুমদিনীবাবুকে নানা রকমে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যমেই ক্রীড়াভূমির জন্য মক্দমের বৃহৎ পুকুর, ছাত্রাবাস বৃদ্ধির জন্য কলেজ সীমানার সংলগ্ন অনেক জমি, সহজেই হস্তগত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনাও ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু উত্তর বঙ্গের একমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে তিনি সমস্তই অকাতরে সহ্য করিয়াছেন। বিশেষ রাজসাহী কলেজ তাঁহার Almamater। তিনি এই পুণ্য কার্য্যের সুফল ও ভোগ করিয়া গিয়াছেন। কারণ রাজসাহী কলেজে বি, এ এবং বি, এল অধ্যয়ন করিয়া এই কলেজেই আইন অধ্যাপকের সম্মানিত পদে অধিষ্টিত হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। অধুনা রাজসাহী কলেজ বাঙ্গলা প্রদেশে উচ্চ শিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এই কলেজের

অধ্যাপকগণের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট থাকায় তিনি চিরস্মরণীয় হইবেন।

এই জীবনীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা।

আমাদের এই বঙ্গভূমিতে বহু মনীষাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, কেহ সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কেহ কেহ বা রাজনীতি এবং দেশহিতৈষিতার উচ্চতম আদর্শের শিখর দেশে অধিরোহণ করিয়া নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে সেই সেই বিষয়ে উন্নতভাব সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাতে দেশের প্রভূত হিতসাধন হইয়াছে এবং তাঁহাদের জীবন চরিত বঙ্গদেশকে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে অনেক উচ্চতর স্তরে সমুন্নীত করিয়াছে। শরচ্চন্দ্রের জীবন বৃত্তান্তে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষদিগের মত উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা না থাকিলেও তাঁহার জীবন ধারায় যে শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহা বাঙ্গলার ও ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় একান্ত উপাদেয় এবং সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশের 'সুবর্ণ যুগ' চলিয়া গিয়াছে। এখন কঠোর 'লৌহযুগ' উপস্থিত। ঘোরতর জীবন সংগ্রামে এবং আর্থিক দুর্গতিতে লোক মুমুর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এখন জীবন ধারণের উপায় উদ্ভাবনই প্রধানতঃ মুখ্য কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। "শরীর মাদ্যংখলু ধর্ম্ম সাধনম্"। আগে বাঁচা তারপর ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতির চিন্তা ও চর্চ্চা। পেটে অন্ন না পড়িলে কি কখন ধর্ম্মচিন্তা আসে? কিংবা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতির চর্চ্চা সম্ভব পর হয়? কখনই নয়, বরং লোকের মনোবৃত্তি অধোগতির দিকেই ধাবিত হয়, দেশের বর্ত্তমান অবস্থাই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই সঙ্কট কালে শরচ্চন্দ্র জীবন-

ধারার যে আদর্শ লোক সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সময়োপযোগী এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, সুতরাং সাদরে অনুকরণ যোগ্য। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে তিনি যেন তাঁহার স্বভাবজ ভবিষ্যজ্ঞান দ্বারা দেশের এই দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়াই নিজ কর্ম্ম পদ্ধতিতে এই ঘোর সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঁচিয়া থাকা কালে অনেকেই হয়ত তাঁহার এই প্রণালীর প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই এবং অনেকে উপেক্ষা ই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন তাহার ন্যায্য মূল্য অবধারণের সময় উপস্থিত।

বর্ত্তমান কালে দেখা যাইতেছে যে যুবকগণ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে একেবারে অক্ষম। অনেকেই উপায়ান্তর না পাইয়া 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া বসিয়া থাকে, কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে কোন প্রকারে হউক অন্ন সংস্থানের চেষ্টাই করে না। দেশে যে এইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহার মূল কারণ যুবকগণের স্বকপোল কল্পিত এক প্রকার অদ্ভুত আভিজাত্য জ্ঞান। "আমি উচ্চবংশের সন্তান, আমি উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি কি কোদালী দ্বারা মাটী কোবান, লাঙ্গল দ্বারা ভূমি চাষ প্রভৃতি হীন কায করিতে পারি? লোকে কি বলিবে?" এইরূপ বৃথা অভিমান! আবার যাহারা একটুকু উন্নতমনাঃ, তাহারা এই সকল কাজ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গোপনে, পাছে লোকে দেখে! কি প্রাচ্য দেশ, কি পাশ্চাত্য দেশ, কোন দেশেই কোন কালেই এই সকল কার্য্য হীন বলিয়া বিবেচিত ও উপেক্ষিত হয় নাই। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে কখনও কাহারও এইরূপ মনোভাব ছিল না, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয় হইতেই এই মনোবৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শরচ্চন্দ্র অর্দ্ধ শতাব্দীরও বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আশৈশব জীবন ধারায় সুস্পষ্ট রূপে দেখাইয়া গিয়াছেন যে এইরূপ জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক এবং ভবিষ্যতে দেশের ও সমাজের

অকল্যাণকর। তিনিও উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শৈশবে সাংসারিক সচ্ছলতার মধ্যেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষার অনুকরণে বলিতে গেলে তিনি "রৌপ্য চামচা মুখে করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন"। পাঠ্যাবস্থার প্রথম ভাগে তিনি সচ্ছল অবস্থাতেই কাটাইয়াছিলেন। তিনি যে এইরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ও বাল্যজীবন হইতেই লোক নিন্দা উপেক্ষা করিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্য ভাবে স্বহস্তে কৃষি ও অন্যান্য সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্মময় জীবনে বহুল রূপে সহায়তা করিয়াছিল। এইজন্যই বলা যায় যে তাঁহার এই দৃষ্টান্ত আদর্শস্থানীয় এবং লোক শিক্ষার্থ সাদরে গ্রহণ যোগ্য, বিশেষ এই বিষম অর্থ কৃচ্ছ্রতার দিনে। তিনি জানিতেন যে মস্তিষ্কের বৃত্তি সকলের ঔৎকর্ষ্য সাধনের জন্য যেমন উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজন, শারীরিক বল সঞ্চার ও স্বাস্থ্যের জন্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি কখন ও তদানীন্তন নবপ্রচলিত পাশ্চাত্য ব্যায়াম প্রণালী চর্চ্চা করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্প-কার্য্যে কিছু সময় ব্যয় করিলে এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যই সংসিদ্ধ হয়। বিশেষ শাক-সব্জী প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন করিলে আর্থিক উপকার ও যথেষ্ট হইতে পারে। ইহাতে মান অপমানের কথাই উঠিতে পারে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অবস্থায় এই সকল কার্য্যে অভ্যাস থাকিলে পরবর্ত্তী জীবন সংগ্রামে, যে কোন অবস্থাতেই পতিত হইতে হউক না কেন, কিছুতেই শরীর মন বিচলিত ও ম্রিয়মাণ হইতে পারে না। তিনি তাঁহার কার্য্য দ্বারা দেখাইয়াছেন যে এই কৃষি কর্ম্মে কিছু অভিজ্ঞতা থাকিলে, ২০৲।২৫৲ টাকায় মসিজীবী কিংবা স্কুল মাষ্টারী বৃত্তি অপেক্ষা অনেক বেশী উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। এমন কি ঐ সকল বৃত্তির সহিত কৃষি শিল্প সংযোগ করিলে আয় বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহার কায়িক শ্রম দ্বারা যে রূপ নানাবিধ শাকসব্জী উৎপন্ন করিয়া পরিবারবর্গকে

সুখ স্বচ্ছন্দে ভরণ পোষণ করিয়াছেন, কোন ধনশালী ব্যক্তির পক্ষেও সেরূপ সম্ভব পর নহে। এতদ্ব্যতীত পাঠ্যাবস্থা হইতেই স্থাপত্য ও দারুশিল্প প্রভৃতি কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করায় পরজীবনে তাঁহার নিজের কার্য্যে অনেক ব্যয়সঙ্কোচ হইয়াছে, কারণ তিনি ঠিকাদার দিগের হাতে না পড়িয়া স্বয়ং ঐ সকল সুচারুরূপে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করিতে পারিতেন।

সে কালে অনেকেই এই আদর্শের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না, এমন কি তখনকার শিক্ষাভিমানী ভদ্রলোক এবং তাঁহার সমপাঠিগণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতেও ক্রটী করিতেন না। কিন্তু তিনি তাহা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজ পথেই চলিতেন। আজকাল আর দেশের সে অবস্থা নাই। এখন শ্রমজীবিকার মূল্য সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তথাপি আধুনিক যুবক-গণ অভ্যাসের পরবশ হইয়াই কার্য্যতঃ ইহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছে দেখা যায়। শরচ্চন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই এই সকল কার্য্যে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে অত্যধিক উদ্যমের সহিত দ্বিধা শূন্য হইয়া তাহা পরিচালনা করিতেন। ইহার সুফল ও তাঁহার পরিবারবর্গ ভোগ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার স্বকীয় পরিশ্রমে উৎপন্ন প্রচুর তরিতরকারী ফল ফুলারী দ্বারা গৃহ সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। তবে এই সকল কৃষি কার্য্য দ্বারা তাঁহার আর্থিক অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল একথা ঠিক বলা যায় না। তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি, মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা হেতু আইন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতার জন্যই হইয়াছিল। তবে একথা দৃঢ়স্বরে বলা যায় যে নিজ ব্যবসায়ে এত সাফল্য না হইলেও তিনি কখনও পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতেন না, কারণ তাঁহার এই কৃষি কার্য্য হইতে যে আয় হইত, তাহা অনেক সহব্যবসায়ীর আয় হইতে ন্যূন ছিল না।

যুবকগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া না বেড়াইয়া তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিলে তাহাদিগের নিজ নিজ

জীবিকা অর্জ্জনের পথ ও উন্মুক্ত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিরাট বেকার সমস্যা ও অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। তিনি দেখাইয়াছেন যে জীবিকা উপার্জ্জনের সুপ্রসস্ত পথ সকলের নিকট ই উন্মুক্ত রহিয়াছে। এপথে প্রবেশ করিতে কোন কঠোর সাধনা কিংবা 'Open Sesame' রূপ কোন গুহ্য মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না কেবল নব্য যুবকগণ বৃথা আভিজাত্য জ্ঞান এবং অকর্ম্মণ্য জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নব উদ্যমে হল চালনা প্রভৃতি কার্য্য স্বহস্তে পরিচালনা করিতে প্রস্তুত হইলে ই এই পথের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তবে এই সাধারণ কৃষি বৃত্তি দ্বারা সুবর্ণ স্তূপের উপর উপবেশন করিবার আশা করা দুরাশা মাত্র। ইহা দ্বারা ধনশালী হইতে হইলে তদুপযোগী প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন।

শরচ্চন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে উদ্যমশীল দৃঢ়কর্ম্মী যুবকসঙ্ঘ পাইলে তাহাদিগকে তাঁহার বনগাঁর বিস্তৃত বাগানে চাষ আবাদের জন্য কয়েক বৎসরের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করিয়া তাহাদিগকে স্বহস্তে কৃষি কার্য্য শিক্ষা দেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার জীবিতাবস্থায় কেহই অগ্রসর হয় নাই।

বাঙ্গলাদেশ এখন বিষম দুর্গতির শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছে। সকলেই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে যুবক বৃন্দ স্বতঃপ্রেত হইয়াই হউক কিংবা পিতামাতা ও অভিভাবকগণের প্ররোচনায় ই হউক, সকলে ই গতানুগতিক ভাবে গড্ডরিকা প্রবাহের ন্যায় উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করাতে, দেশের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। সকলের ই এক উদ্দেশ্য, শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ই সরকারী চাকরী কিংবা আইন ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে এবং নানারূপ আধুনিক বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইবে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছে বটে, কারণ সে সময় জীবন সংগ্রাম এখন কার মত এত কঠোর ছিল না। এখন আর সেদিন নাই; কালক্রমে যেমন শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, জীবন

সংগ্রাম ও ক্রমে কঠোরতর হইতে কঠোরতম হইতে লাগিল। সকল দেশে ই সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ই মনীষা সম্পন্ন ও প্রতিভাশালী লোক অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ই জন্মায়, মধ্যবিৎ লোক ই বেশী। মনস্বী যুবক যে কোন উপায়ে ই হউক নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজ বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্যবলে বলীয়ান থাকা হেতু, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন লোককে পরাজিত করিয়া উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অধিক সংখ্যক লোক ই মাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় অলঙ্কৃত থাকায়, নানাবিধ দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়। কিন্তু সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি সকলের ই কৃষি বাণিজ্য কিংবা অন্য কোন রূপ শিল্পকার্য্যের শিক্ষা থাকে, তাহা হইলে সাধারণ অন্ন বস্ত্রের জন্য এত অধিক সংখ্যক লোক বিব্রত হইতে পারে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলার যুবকবৃন্দ উৎফুল্লচিত্তে নানা প্রকার বাহ্যিক বিলাসিতার সহিত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, কাহার ও আশা উচ্চ সরকারী চাকরীলাভ কাহার ও আশা প্রধান ব্যবহারাজীব হওয়া, কাহারও বা আশা উচ্চ অধ্যাপক পদ প্রাপ্তি, তখন হইতে ই শরচ্চন্দ্র দেশের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য নিজে প্রস্তুত হইতে ছিলেন এবং সহপাঠী ও অন্যান্য সকল কে ই সেই পথ অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে ও যখন নিজ আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং পদমর্য্যাদা ও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে তখনও তিনি এই শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেখা গিয়াছে কোন কোন দিন সমস্ত দিবসব্যাপী দায়রার মোকদ্দমা পরিচালনার পর, শকট হইতে অবরোহণ করিয়াই, কোদালী হস্তে মৃত্তিকা খনন কিংবা কুঠারী হস্তে কাষ্ঠ ছেদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। উদ্দেশ্য যে নব্য শিক্ষাভিমানী যুবকগণ ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারে, যে এইরূপ কার্য্যে মান অপমানের কিছুই নাই।

এখন তাঁহার অভাবে তাঁহার এই জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা পাঠ করিলে যুবকগণের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে ভ্রান্ত

ধারণা দূর হইতে পারে এবং তাহারা বর্ত্তমানকালে ঘোর জীবন সংগ্রামে সময়োপযোগী রূপে সজ্জীভূত থাকিতে পারে। যাহারা সম্প্রতি শিক্ষাধীন আছে তাহাদের পক্ষে এই আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা বর্ত্তমান এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কালের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বেকার বসিয়া আছে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ বিধান দেওয়া কিছু নিষ্ঠুরতা বটে, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। সুতরাং সকলকে ই বলা যাইতে পারে 'উঠ, জাগ, বৃথা অভিমান বর্জ্জন কর, অনাহারে বসিয়া না থাকিয়া যে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, শরচ্চন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ কর।' একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে তাঁহার মত চৌকোষ লোক বাঙ্গলাতে দ্বিতীয় আর একটী দেখা যায় না। তিনি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের যে প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন এবং নিজ জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইবার আশঙ্কা দুরীকরণ জন্য যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথ অনুবর্ত্তন করিলে বর্ত্তমান কালের প্রলয়ঙ্করী বেকার সমস্যা দেশকে এত বিব্রত করিতে পারে না।

কিরূপে এই মনোবৃত্তি ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাঁহার আশৈশব জীবনের কার্য্যাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্ম, বংশপরিচয় ও পাঠ্যাবস্থা।

শরচ্চন্দ্র রায় রামপুরবোয়ালিয়ানগরে তাঁহার পৈত্রিক ভবনে ১৭৭৯ শকাব্দায় (ইংরাজী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ) ২রা অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চশ্রেণীর বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কাঠালিয়ার দত্ত বংশের সন্তান। পুরুষোত্তম দত্ত এই বংশের আদি পুরুষ। পুরুষোত্তম দত্তের সন্তান নারায়ণ দত্ত বঙ্গদেশে আসিয়া চিরস্থায়ীরূপে বসতি করিতে থাকেন। বঙ্গজ কায়স্থদিগের কুলজী পত্রের গণনা অনুসারে, শরচ্চন্দ্র নারায়ণ দত্তের অধঃস্তন পঞ্চবিংশতি পুরুষ। এই দত্ত বংশে অনেক প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কার্য্যদক্ষতার জন্য তদানীন্তন বাদসাহা দরবার হইতে 'রায় রায়ান' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই বংশ পরম্পরায় 'রায়' উপাধিতে পরিণত হইয়াছে।

এই দত্ত বংশ বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তনের সময় অন্যান্য কুলীন কায়স্থগণের সমতুল্য কুল মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই, সম্ভবতঃ নবধা কুল লক্ষণের কোন একটির অভাব ইহাঁদের আদিপুরুষে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পণ্ডিতাগ্রণী মহামতি পুরুষোত্তম দত্ত আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে আহূত হইয়া কি ভাষায় আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন ঠিক জানা যায় না। তবে "দত্ত কার ও ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছি" এবং "অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি" এইরূপ ছন্দাকারে ব্যঙ্গোক্তি, লোক পরম্পরায় বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি এই যে কান্যকুব্জ হইতে নিমন্ত্রিত পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। অন্যান্য সকলেই পরিচয় দিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য কিন্তু পুরুষোত্তম দত্ত কি বলিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যা উল্লিখিতরূপে করা হইয়া থাকে। ইহার আভ্যন্তরীণ গূঢ়তত্ত্ব অনুধাবনার যোগ্য। তবে

যদি ইহা দূষণীয় বলিয়া ই প্রমাণিত হয় তাহা হইলে বলিতে বাধ্য যে এ দোষ শরচ্চন্দ্র ও বংশগত ভাবে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণ জীবন চরিতে ইহার সুস্পষ্ট আভাস আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব। ইহাঁদিগের আদি বাসস্থান সম্বদ্ধ কাঠালিয়া গ্রাম অনুমান ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিনাশা নদীর করাল স্রোতে ধ্বংস হইয়া গেলে, বংশধরগণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে আসিয়া ১৮২০ সাল হইতে বাস করিতেছেন।

শরচ্চন্দ্রের মাতা কামিনীময়ী দেবী মালখাঁনগরের বসু ঠাকুর বংশের দুহিতা ছিলেন। তিনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৮৬ বর্ষ বয়ঃক্রমে পাঁচ পুত্র রাখিয়া স্বর্গগামিনী হইয়াছেন। শরচ্চন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রাম কুমার রায় বিগত উনবিংশতি শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে রাজসাহীর কালেক্‌টরীতে নিম্নতম পদে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে স্বীয় প্রতিভা ও আত্মপ্রগতি বলে সর্ব্বোচ্চ 'সেরেস্তাদারী' পদে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেকালে এই পদে অভিষিক্ত ব্যক্তি কালেক্‌টরের দেওয়ান বলিয়া সর্ব্বত্র অভিহিত হইতেন এবং জেলার রাজস্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য তাঁহাকে তত্ত্বাবধান করিতে হইত। বহুকাল তিনি রাজসাহী বিভাগে 'দেওয়াঞ্জী' বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লেফট্‌নেণ্টগভর্ণর সার এস্‌লি ইডেন ১৮৫২।৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন এখানে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন, তখন হইতে ই তিনি ইহাঁর কার্য্যদক্ষতায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সার এস্‌লি ইহাঁর নিকট বাঙ্গলা ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তিনি যে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন তাহাতে একথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপকার তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান কাল পর্য্যন্ত কখনও বিস্মৃত হন নাই। সকল ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্‌টর ই ইহাঁর কার্য্যকুশলতায় সাতিশয় প্রীত ছিলেন। তিনি ও তাৎকালিক প্রথা ও অবস্থানুযায়ী সকলের নিকটই আনুগত্য স্বীকার করিতেন। কিন্তু এই আনুগত্যে কোনরূপ হীনতা ছিল না। সে সময় যে সকল উচ্চবংশীয় ইংরাজগণ সিভিলিয়ান হইয়া

আসিতেন, তাঁহারা কখনও এতদ্দেশবাসী সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীবর্গকে হীন চক্ষে দেখিতেন না এবং তাঁহাদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে কখন ও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সসম্মানে তাঁহাদের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিতেন, সুতরাং পরস্পর সৌহৃদ্য ভাব ই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিত। রামকুমার সরকারী কার্য্য পরিচালনা কালে কখন ও আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিতেন না। তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার ফলে কোন বিষয়ে তিনি যাহা ন্যায্য ও সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহা উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রীতিকর না হইলে ও কখন প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণ সদৃশ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে—যেরূপ ঘটনা বাঙ্গলার ইতিহাসে, এমন কি ভারতের ইতিহাসে, আর একটি ঘটিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। আনুমানিক ১৮৬৭।৬৮ খৃষ্টাব্দে হাম্‌ফ্রে সাহেব নামে একজন সিভিলিয়ান রাজসাহীর কালেক্‌টর হইয়া আসেন। ইনি রামকুমারের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার সাহস, বড় ভাল দৃষ্টিতে দেখিতেন না এবং অনেক সময় তাহা বিপরীত অর্থেই গ্রহণ করিতেন। কালে ইহা এক ঘোর দ্বন্দ্বে পরিণত হইল। উভয়েই নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন। অবশেষে তিন ডিভিসনের কমিশনারগণ সমবেত হইয়া রাজসাহীর সার্কিট্ হাউসে প্রকাশ্য ভাবে বিচার করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তদানীন্তন লিগাল রিমেম্‌ব্রেন্‌সার স্বয়ং উপস্থিত, সাহেবের পক্ষে একজন প্রসিদ্ধ কৌন্‌সুলী, সম্ভবতঃ এড্‌ভোকেট জেনারেল, এবং রামকুমারের পক্ষে স্থানীয় খ্যাতনামা মোক্তার দীন নাথ সিংহ উপস্থিত ছিলেন। বিচারে রামকুমার নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। এই জীবন-মরণ সঙ্কুল ঘোর বিবাদে তাঁহার এক মাত্র সহায় ছিলেন, স্বনাম ধন্য বদান্য প্রবর স্বর্গীয় দীন নাথ সিংহ এবং সর্ব্বোপরি উপরিস্থ সর্ব্বনিয়ন্তা। সিংহ মহাশয় ই একক এই মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ বাগ্মীতার সহিত ফারসীতে সওয়াল জবাব ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে

কমিশনারগণ ও প্রতিপক্ষের বারিষ্টারগণ, সকলের ই প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। এস্থলে ইহা ও বলা কর্ত্তব্য যে ইডেন সাহেব সে সময় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিম্নতম সেক্রেটরী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যাহাতে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ন্যায় বিচার হয়, তজ্জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে শরচ্চন্দ্রের বয়ঃক্রম ছিল মাত্র ১০।১১ বৎসর। তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে এই ঘটনা উল্লেখ করা আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি যে নির্ভীকতা, যে কার্য্যকুশলতা গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহার আদি সূত্র তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে ই উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন; ইহা ই দেখাইবার জন্য এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হইল। বিশেষ তাঁহার প্রাথমিক জীবন সংগ্রাম এই ঘটনার সহিত কিছু সংশ্লিষ্ট ও ছিল, পরবর্ত্তী বর্ণনায় দুই এক স্থলে তাহা দৃষ্ট হইবে।

শরচ্চন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বর্ষের ও কম সেই সময় (১৮৬৯ খৃঃঅঃ) তাঁহার পিতা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহ একবার ইডেন সাহেবের সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ বলিয়া অনুমান করা যায়। ১ম উদ্দেশ্য স্বাভাবিক—উচ্চ পদস্থ প্রিয়জনের নিকট স্নেহ ভাজন পুত্রদ্বয় কে প্রদর্শন করাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ। ২য় উদ্দেশ্য—ভবিষ্যৎ জীবনে ইহাদের অন্ন সংস্থানের পথ সুগম করা।

শরচ্চন্দ্র তখন ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতেন। সাহেব ইংরাজিতে কথা বার্ত্তা বলিয়া বিদায় কালে বলিলেন, "Come after passing the Entrance Examination."। সে সময় এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বড় কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, পরবর্ত্তী কালের ন্যায় জীবন সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না। যথা সময়ে, সম্ভবতঃ ১৮৭৫ সালে, শরচ্চন্দ্র এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা চাকরীর নিমিত্ত ইডেন সাহেবের

শরণাপন্ন হইলেন না। তিনি সে কালের লোক হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুতরাং বি, এ, উপাধি লাভের পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টাই করেন নাই।

সার এস্‌লি ইডেন ইতিমধ্যে ১৮৭৭ সালে বাঙ্গলার লেফটেনেণ্ট্ গভর্ণর পদে উন্নীত হইয়া প্রবল পরাক্রমে শাসন যন্ত্র পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শরচ্চন্দ্র ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, চাকরীর প্রার্থী হইয়া সার এস্‌লির নিকট উপস্থিত হন নাই।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল, তাঁহার বঙ্গের মস্‌নদ্ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইল। শরচ্চন্দ্র সবে মাত্র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়াছেন, তাঁহার পিতা নাটোর মহারাজের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত আছেন। শেষ দেখা সাক্ষাতের নিমিত্ত পিতা পুত্রে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। লাট বাহাদুর তাঁহার একখানি ছায়াচিত্র স্বাক্ষর করিয়া ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ উপহার দিলেন। শেষ বিদায় গ্রহণ এবং অভিবাদন ই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অত বড় মুরব্বী চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে ই গিয়াছিলেন। এ সময়ে কোনরূপ স্বার্থ প্রণোদিত প্রস্তাব উপস্থিত করা সমীচীন হয় না, ইহা তাঁহারা বুঝিতেন সুতরাং তাহা মনে ও স্থান দেন নাই। কিন্তু শেষ বিদায়ের সময় ষ্টীমার ঘাটে এমন এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল যাহাতে শরচ্চন্দ্রের ভাগ্যচক্র কিছু কালের জন্য ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইয়া পড়িয়াছিল।

বাবু ঘাটের জেটি। বঙ্গের এক প্রজারঞ্জক সুদক্ষ শাসন কর্ত্তা বিদায় গ্রহণ করিয়া এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ লোক তথায় সমবেত। পরবর্ত্তী

শাসনকর্ত্তা সার রিভার্স টম্‌সন্ স্বয়ং উপস্থিত। সার এস্‌লি রামকুমারের সহিত অনেকক্ষণ অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় আলাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং জাহাজের সিঁড়িতে পদার্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সার রিভার্স টম্‌সন্‌কে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন "রাম কুমার রায়"। সার রিভার্স টম্‌সন্ ও তাঁহাকে সসম্মানে আপ্যায়িত করিলেন। জাহাজ জেটি ছাড়িয়া গেলে পুনরায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, বঙ্গের নূতন শাসন কর্ত্তা উর্দ্দু ভাষায় বলিলেন, 'আপনাকে ত আমি চিনি বলিয়া বোধ হইতেছে, "আপ্‌কা সাৎ কোওন্ সাহেব কা লড়াই হুয়া"। এই ঘটনায় উঁহারা উভয়সঙ্কটে পতিত হইলেন। একদিকে বঙ্গের অবসর প্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা তাঁহার পদাভিষিক্ত নূতন শাসন কর্ত্তার নিকট শেষ বিদায় কালে পরিচয় (introduction) করিয়া দিলেন, অপর দিকে নূতন শাসন-কর্ত্তার মুখে 'সাহেবের' সহিত লড়াইর কথা উল্লেখ! বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন সার এস্‌লি বঙ্গদেশ পরিত্যাগের সময় এইরূপে নূতন গবর্ণরের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, ইহার অর্থ ও উদ্দেশ্য অতি শুভ। পক্ষান্তরে "আপ্‌কা সাৎ কোওন্ সাহেব কা লাড়াই হুয়া" একথা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থব্যঞ্জক। যাহা হউক বন্ধুগণের পরামর্শে সার রিভার্স টম্‌সনের সহিত উভয়েই বেলভিডিয়ার প্রাসাদে সাক্ষাৎ করিলেন। লাট্‌সাহেব বলিলেন "এখন ত সমস্ত উচ্চ কর্ম্মচারী ই পরীক্ষাদ্বারা নির্ব্বাচিত হয়, আমার হাতে নাই, However I nominate you for the Statutory Civil Service Examirnation". পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষী অনেক সাহেব এই পরীক্ষা দিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু শরচ্চন্দ্রের ভাগ্যলিপী অন্যরূপে লিখিত ছিল, তিনি এই পরীক্ষা দিলেন না। কেন দিলেন না তাহার সুনিশ্চিত কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই অনুমানে উপনীত হওয়া যায় যে তাঁহার জীবনের ধারা যে প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা ই তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের উপযোগী ও প্রকৃষ্ট পন্থা ছিল। কারণ স্বাধীন ব্যবসায়

যে রূপ নিজ স্বভাবজ প্রবৃত্তি ও উদ্যম পরিস্ফুট হইতে পারে, সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ করিলে সেরূপ হওয়া সম্ভব পর নহে।

স্বাধীনতা ই তাঁহার জীবন তরীর কর্ণধার রূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান ছিল এবং তিনি যে ভাবে এই তরী পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঈপ্সিত নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌঁছিতে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই।

শরচ্চন্দ্র বি, এ ডিগ্রী প্রাপ্ত হওয়ার পর বি, এল পরীক্ষার জন্য ই প্রস্তুত হইলেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজসাহীর জজ-কোর্টে ব্যবহারাজীবী শ্রেণীভুক্ত হইয়া ওকালতী ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি বাল্যাবস্থায় তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত রাজসাহী জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়ায় ৩।৪ বৎসরের মধ্যে কলেজে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে তাঁহার অধ্যবসায়, কার্য্য কুশলতা, নির্ভীকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর ক্রম বিকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। তিনি শারীরিক শক্তিশালী ও ছিলেন, ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। কোন দিন তিনি নিয়মানুগ প্রথা অনুযায়ী ব্যায়াম চর্চ্চা করেন নাই। পদব্রজে ভ্রমণ, সন্তরণ, শাক-সবজির নিমিত্ত মৃত্তিকা খনন, কুঠার দ্বারা ইন্ধনের কাষ্ঠ ছেদন, বন জঙ্গল কর্ত্তন, গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি যাবতীয় সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠান ই তাঁহার ব্যায়াম চর্চ্চার বিধান ছিল। ঢাকাতে পাঠ্যাবস্থায় ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ভাদ্র মাসে বুড়িগঙ্গা নদী অবিরাম পারাপার হইয়া সন্তরণ পটুতার পরিচয় দিতেন এবং পরে ও কলেজে অধ্যয়ন কালে বিশাল পদ্মানদীর খরস্রোত অতিক্রম করিয়া নির্ভীকতা ও সন্তরণ কুশলতার বহুল প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। একদা ভগবানগোলা হইতে নৌকা যোগে আসিবার সময় পার্শ্বগামী এক নৌকা জলমগ্ন হওয়ায়, দুইটি

স্ত্রীলোক ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তিনি একাকী তাহাদের কেশধারণপূর্ব্বক অনেকদূর সাঁতরাইয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করেন।

পদব্রজে দার্জ্জিলিং ঃ—

এই সময় পিতার কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সার এস্‌লি ইডেন সাহেবের সহিত দার্জ্জিলিং এ সাক্ষাৎ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত রেল রাস্তা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, যাত্রী গাড়ী চলাচলের কোন বন্দোবস্ত ই হয় নাই। দার্জ্জিলিং তাঁহাকে যাইতেই হইবে। কোন বাধা, কোন বিঘ্ন, তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না, পদব্রজে ই দার্জ্জিলিং যাওয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার ই মত সাহসিক এক জ্ঞাতি ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া, ভরাকর গ্রামস্থ পল্লীভবন হইতে দামুকদিয়া ঘাটে আসিয়া পদ্মানদী নৌকায় পার হইলেন এবং সারাঘাটে উপনীত হইয়া রেল লাইনের ধারে ধারে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন; প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি পুঁটুলীরূপে তাঁহাদের স্কন্ধদেশে। খাল, বিল, নালা, নদী তাঁহাদের গতি কিছুতে ই প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। কোথায় ও বা রেলের কর্ম্মচারী রূপে, কোথায় ও বা ডাক বিভাগের 'রানার' রূপে, ঠিকাদারদিগের নৌকায় পার হইতেন। অন্য কোন উপায় অভাবে কখন ও বা মাথায় গামছা বাঁধিয়া সন্তরণোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন।

এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহারা জনপদবহুল রাজসাহী ও বগুড়া জেলা অতিক্রম করিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে দিনাজপুর জেলার শ্বাপদসঙ্কুল বিশাল বিজন অরণ্যানীর মধ্য দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। এই গহন কাননে তাঁহাদের শক্তি, সাহস ও মনোবৃত্তির কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কখনও বা বন্য মহিষের আক্রমণ ভয়ে উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ, কখন বা হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক ভয়ে শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্জলিত করিয়া সমবেত অন্যান্য পথিকগণসহ উচ্চরবে চিৎকার করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইতে হইয়াছিল। এইরূপ বিভীষিকাময় অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁহারা হিমালয়ের পাদদেশে

অবস্থিত শিলিগুড়ি পৌঁছিলেন। এতদিন বিপদ সঙ্কুল হইলে ও সমতল ভূমিতে তাঁহাদিগকে চলিতে হইয়াছিল। এখন ৬ হাজার ফুট উচ্চ হিমালয় শৃঙ্গে বন্ধুর পথে তাঁহাদিগকে আরোহণ করিতে হইবে। সে সময় দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত রেল লাইন প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু সাধারণ যাত্রী দিগের জন্য খোলা হয় নাই। সুতরাং অরণ্য পথে ই তাঁহাদিগকে পর্ব্বতারোহণ করিতে হইয়াছিল। তখন নিদাঘের অবসান, প্রাবিট্ কাল আসন্ন প্রায়। শিলিগুড়িতে দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলেন। যদিও এই দুর্গম পার্ব্বত্য পথে শিখরদেশে অধিরোহণ অতি কষ্টসাধ্য, তথাপি হিমালয়ের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁহাদিগকে এত বিমোহিত করিয়া ছিল যে কোনরূপ পথশ্রান্তি, কোনরূপ বিভীষিকা ই তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাঁহারা যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতে লাগিলেন। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকে ই নয়ন-তৃপ্তিকর অনির্ব্বচনীয় ঐন্দ্রজালিক শোভা। হিমালয়ের অধিষ্টাত্রী দেবী যেন তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য স্তরে স্তরে অপূর্ব্ব পণ্যবীথিকা রূপে রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। কোথায় ও বা বিচিত্র কুসুমদামে সুশোভিত উন্নত বৃক্ষরাজি, কোথায় বা নানাবর্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব অর্কিড্ ফুলের স্তবক সকল উচ্চ বৃক্ষশাখায় মালার ন্যায় দোলায়মান হইতেছে। এইরূপ চিত্ত বিমোহন দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে এবং পার্ব্বতীয় বিহঙ্গমগণের অশ্রুতপূর্ব্ব কূজন শুনিতে শুনিতে পথিকদ্বয় আত্মহারা হইয়া গেলেন, পথশ্রান্তি অনুভব করিবার শক্তি ই তাঁহাদের লোপ হইয়া গেল। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে কত পুণ্য বলেই এই নন্দন কাননে পরিভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য তাঁহারা লাভ করিয়াছেন।

এখানে একটি অবান্তরিক কথা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা যায় না। প্রশ্ন এই যে বনদেবী কাহার চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্ভার সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন? দুই একজন সুভগ মানব ব্যতীত সাধারণ ইতর লোকের ত এই সকল

অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনের সৌভাগ্যই হয় না। যাহা হউক এই সকল আধ্যাত্মিক কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং 'অলমতি বিস্তরেণ'।

ঊর্দ্ধ সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে শরচ্চন্দ্র দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মীয় স্বজন গণের নিকট, আরব্য উপন্যাসের ন্যায়, যেরূপ ভাবে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন সেই শ্রুতি স্মৃতি হইতে ই উল্লিখিত বর্ণনা যতদূর সম্ভব অবিকল লিপিবদ্ধ করা হইল, ইহা লেখকের কল্পনা প্রসূত নহে। আবার ইহাও বলা প্রয়োজন যে শরচ্চন্দ্র ও তখন কালিদাস প্রভৃতি কবিজনের কাব্যরস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

হিমালয়ের শিখর দেশে এই সকল নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে বিভোর হইয়া তাঁহারা অনুমান সপ্ত দিবসে দার্জ্জিলিং পৌঁছিলেন। তাঁহাদের মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে প্রকৃতি দেবী যেন তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া এই দুর্গম স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং যাইয়া তাঁহার পিতৃবন্ধু স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত পাইন উকীল মহাশয়ের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেন।

এই পর্ব্বতারোহণ ব্যাপারে দুই একটি কৌতুকপূর্ণ ঘটনা ও উল্লেখ করা যাইতে পারে। শরচ্চন্দ্রের সঙ্গী বলিষ্ঠ ও শ্রমসহন-শীল হইলে ও এই উচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে তাঁহার শারীরিক শক্তি হার মানিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ তাঁহার এক পায়ের কব্জা বাঁকা হইয়া গেল! বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে পথ মধ্যে দুই এক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। পরে একটুকু সুস্থ হইলে সরল একটি বৃক্ষশাখা যষ্টিরূপে ব্যবহার করিয়া কোনরূপে পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীটি এইরূপে চলিতে চলিতে পিপাসাতুর হইয়া একটি ঝরণার সুশীতল জল পান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার ফলে এক ঘণ্টার মধ্যে-ই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। কিন্তু শরচ্চন্দ্রের এইরূপ কোন বিঘ্নই ঘটে নাই, তিনি অক্ষত শরীরেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া ছিলেন।

সার এস্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েক দিন পরে লাট্ সাহেবের স্পেসাল ট্রেনেই অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত নামিয়া আসিলেন এবং সম্ভবতঃ ত্রিস্রোতাঃ কিংবা যমুনা নদীর কোন বন্দর হইতে ছোট একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

এই নদী ভ্রমণ, অপেক্ষাকৃত স্বল্প কাল স্থায়ী হইলেও ইহাতে এমন দুই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে শরচ্চন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট সম্যকরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। মলিন বসনা যমুনা তখন প্রায় পূর্ণ সলিলা। শতচ্ছিদ্রে অলঙ্কৃত তাঁহার ক্ষুদ্র তরণী, বিশাল যমুনা নদীর খরস্রোতে দিবারাত্র দ্রুতবেগে অবিরাম ভাসিয়া চলিল। গতি দ্রুততর করিবার জন্য তিনি স্বয়ং অনেক সময় ক্ষেপণি সঞ্চালনে প্রবৃত্ত থাকিতেন। চারিদিকে বিশাল যমুনা নদীর কালজল বিস্তৃত। অদূরে বালুকাময় সৈকতভূমি প্রায় জলমগ্ন। সুদূর উপকূলে অবস্থিত বৃক্ষরাজি নীলাভ রেখায় পরিণত, উপরে অনন্ত নীলাকাশ। সর্ব্বত্র জন মানব শূন্য, নিস্তব্ধ। যমুনার ঘূর্ণায়মান সরিৎ প্রবাহে জীর্ণ ক্ষণ-ভঙ্গুর ক্ষুদ্র তরণীটি ভেলার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। কখন গভীর নিশীথে সুদূর উপকূল হইতে জলতরঙ্গ বাদ্যের ন্যায় সুমধুর নিক্কণ, মৃদুল হাওয়ার সহিত তাঁহাদের কর্ণ কুহর আপ্লুত করিত। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন যেন জনকোলাহলময় জড় পার্থিব রাজ্য হইতে অভিনব কোন এক অনৈসর্গিক ঐন্দ্রজালিক স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। কখন ও বা দেখিতে পাইতেন অদূরে বৃহদাকার কুম্ভীর ভাসমান হইয়া আরোহীগণের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ ও বৃহল্লাঙ্গুল আস্ফালন দ্বারা তাঁহাদের পার্থিব জীবন অবসানের জন্য প্রয়াস পাইতেছে। কখন ও বা ঘোর অন্ধকারময় মধ্যরজনীতে মাল্লাদিগের কোলাহলে জাগ্রত হইয়া বুঝিতেন যে যমুনার স্রোতোবেগে তাঁহাদের শতছিদ্রময় নৌকার ছিদ্রাবরণ কোন এক অলক্ষিত স্থানে খুলিয়া গিয়া, তরণী প্রায় জলে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং অনতি বিলম্বে আরোহীসহ যমুনার অতল সলিলে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা

আসন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে ও শরচ্চন্দ্রের কোন প্রকার ভীতিবিহ্বল মনোবিকার উৎপন্ন হয় নাই। তাঁহার সঙ্গীর নিকট জানা গিয়াছে ঐ সময় 'শরৎ' কোনরূপ বিচলিত না হইয়া অকুতোভয়ে ক্রীড়াশীলতার মনোভাবের সহিতই যেন অভিনিবিষ্ট চিত্তে খোট্টা মাঝিদিগের সহিত অন্ধকারে অলক্ষিত ছিদ্রান্বেষণ ও তাহা বন্ধ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতেন। যাহা হউক সঙ্কটত্রাণ বিধাতার অনুকম্পায়ই তাঁহারা এই সকল বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিরাপদে অক্ষত শরীরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পাঠক! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন. অন্ধকার রজনী, বিশাল স্রোতস্বতী যমুনা নদীর মধ্যস্থল, ক্ষীণ তরণীটি নিমজ্জমান, এমন লোমহর্ষকর বিষম সঙ্কট কালে আত্ম-স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে ও অবিচলিত থাকিতে পারেন এমন কতজন বঙ্গ সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় বিশিষ্ট মনস্বীগণ ও হতজ্ঞান ও আত্মহারা হইয়া পড়েন। জন প্রবাদ এই যে প্রথিত-যশাঃ বঙ্গের সুসন্তান স্বর্গীয় জনৈক খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বিস্‌কে উপসাগরে জাহাজ ঝঞ্ঝাবাতে বিধ্বস্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, এত স্থৈর্য্য হীন হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে পর্টুগালের উপকূলে নিরাপদে উদ্ধার করিলে বিংশতি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। শরচ্চন্দ্র যখন এই অবস্থায় পতিত হইয়া ছিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষের ও অনধিক ছিল। এমন তরুণ বয়সেই যিনি এত সাহস, নির্ভীকতা ও আত্ম নির্ভরতা প্রভৃতি গুণে বলীয়ান হইতে পারেন, ভবিষ্যৎ কালে সমুন্নত বয়সে যে তিনি জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবেন তাহা সুনিশ্চিত। শরচ্চন্দ্রের মৃত্যুভয় কোন কালেই ছিল না। এমন কি তিনি অনেক সময় নিজেই বলিতেন যে ভয় বলিয়া কোন পদার্থ আছে তাহা জীবনে কখন ও জানেন নাই। তাঁহার মৃত্যু কাহিনী ও ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা যথাস্থানে করা যাইবে।

দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই শরচ্চন্দ্র ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী কলেজের প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া ১৮৮১ সালে ফার্ষ্ট আর্টস্ এবং ১৮৮৩ সালে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার পর ৩।৪ বৎসর পড়াশুনা বন্ধকরার ফলে তাঁহাকে অনেক অসুবিধায় পতিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ঐকান্তিকতা এবং অসাধারণ অধ্যবসায় দ্বারা সমস্তই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জ্জী কৃত রঘুবংশের ইংরাজি অনুবাদ দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত স্বহস্তে লিখিয়া লইয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তলিপি সুন্দর ও পরিপাটী ছিল সুতরাং এই পুস্তক তাঁহার কনিষ্ঠদিগের ও উপকারে আসিয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত রাজসাহী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার নিকট এফ্, এ, ও বি, এ ক্লাসে অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, সে কালের সিনিয়র বৃত্তিধারী সুবিখ্যাত প্রবীণ হরগোবিন্দ সেন ঐ কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন এবং স্বনামখ্যাত ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ এ, সি, এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব কলেজের প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শরচ্চন্দ্র কার্য্য ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বটে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহার মূল কারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং মেধার হীনতা নহে। ইহার মূল কারণ এই যে তিনি পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে বেশী সময় নিয়োগ না করিয়া, এই পাঠ্যাবস্থাতেই কৃষি, স্থাপত্য, চারুশিল্প প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যে অধিক সময় ব্যয় করিতেন। ইহার ফলে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গৃহনির্ম্মাণ, সূত্রধারের কার্য্য ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পকার্য্যে এত পারদর্শী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে প্রকৃত ব্যবসায়ীরাও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিত। এইরূপ পারদর্শিতা বাঙ্গলা প্রদেশে আজপর্য্যন্ত

কোন এক শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষা প্রাপ্ত ভদ্র সন্তানের মধ্যে একাধারে দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

তাঁহার সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে দুই একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য। দালান গাঁথনি কাজে রাজমিস্ত্রীদের মধ্যে কায ভাগ করিয়া লইতেন এবং নিজে কর্নিহাতে গাঁথনি কার্য্যে লাগিয়া যাইতেন। ইহাতে কেহই গাফিলতি করিতে পারিত না, বিশেষ তাঁহার দৃষ্টান্ত দৃষ্টে কেহই গাঁথনি কাযে ভুল করিত না। ছুতার মিস্ত্রীর কাযে ও এইরূপ করিতেন। চৌকাঠ কপাট প্রস্তুতের সময় এক এক জনকে এক একটি কায দিতেন এবং নিজে ও হাতুর বাঁটাল লইয়া কাযে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহা দ্বারা সকলকেই দ্রুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টিত হইতে হইত।

বাঁশের বেড়া বান্ধিতে ও মজুরদিগকে মাপকাঠী দিয়া দিতেন এবং প্রত্যেক খুটিতে এমন দাগ দিয়া দিতেন সে সকল বাতাই সমান্তরাল ও সুদৃশ্য হইতে পারে। বাঁশের বেড়া যে এত পরিপাটী হইতে পারে, এরূপ ধারণাই অনেকের নাই। বাঙ্গলায় অন্যত্র ক্বচিৎ এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়।

পূর্ব্ব বঙ্গের প্রথা অনুযায়ী পাটের দড়ি পাকাইয়া এমন সুদৃঢ় বন্ধন দিতে পারিতেন যে তাঁহার কৌশল দেখিয়া কেহই আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া পারিতেন না।

এই সমস্ত কার্য্য তিনি পঠদ্দশায়ই শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কোনরূপে এই সকল পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। আইন ব্যবসায় উন্নতি লাভের যে যে মূল উপকরণ, তাহা তাঁহার অন্তর্নিহিত ছিল। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ব্যবহারাজীবীর

এক প্রধান গুণ। ইহা তাঁহার যথেষ্ট ছিল এবং ইহার পরিচয় তাঁহার কার্য্যে বহু পুর্ব্বেই অনেক পাওয়া গিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাঁর এক খুল্লতাত একখানা ছোট নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার তলদেশ একেবারে থালার মত, জ্যামিতির সমতল ক্ষেত্র। সুতরাং ইহার অতিকেন্দ্র (Metacentre) এত অস্থায়ী ছিল যে আরোহীগণ ঈষৎ বিচলিত ও অসাবধান হইলেই নৌকা জলমগ্ন হইত। একদা তাঁহারা ৩।৪ জন লোক এই নৌকায় আরোহণ করিয়া গভীর জলে পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ জনৈক আরোহীর অসাবধানতায় নৌকা এদিকে ওদিকে দোলায়মান হইয়া নিমগ্ন প্রায় হইল। অন্যান্য সকলেই হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল. কিন্তু শরচ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ দুই হস্তে দুই পার্শ্বস্থ পাট গাছ ধরিয়া নৌকা খানি এত সুদৃঢ় ভাবে সংযত করিলেন যে আর দুলিতে পারিল না। ইতিমধ্যে জল সেচন করা হইল এবং তাঁহারা সকলেই নিরাপদে তীরে অবতরণ করিতে পারিলেন। এইরূপে আরোহীগণ সলিল সমাধি হইতে রক্ষা পাইলেন এবং তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধির প্রচার করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আইন ব্যবসায়।

ইহার পর শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজসাহী সদর আদালতের বারের সদস্য হন।

এস্থলে রাজসাহীর উকীল 'বার' (Bar) সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা প্রয়োজন।

পাবনা জেলা রাজসাহী হইতে পৃথক হইবার পর হইতেই এখান কার 'বারের' সদস্যগণের অর্থাগম সমধিক মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজসাহী জেলায় অনেক বড় বড় রাজা ও জমিদারের বসতি হইলে ও সাধারণ প্রজাবর্গ অধিকাংশই দরিদ্র, সুতরাং তাহাদের মামলা মোকদ্দমার জন্য ব্যয় করিবার শক্তি অতিশয় ক্ষীণ। বঙ্গ বিচ্ছেদের পর হইতে অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা যায় বটে, তথাপি অন্যান্য জেলার তুলনায় এখন ও এখানকার অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম অর্থপ্রদই আছে।

যখন শরচ্চন্দ্র উকীল হইয়া রাজসাহীতে বসিলেন, তখন অনেক মনীষা সম্পন্ন ব্যবহারাজীব তথায় ব্যবসা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ সান্যাল, সরকারী উকীল এবং রাজসাহী কলেজের আইন অধ্যাপক; প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ৺ব্রজগোপাল বাগচি M. A. B. L.; আইন বিষয়ে সুতীক্ষ-বুদ্ধি ৺হরিচরণ মৈত্র; হিন্দু-ধর্ম্মে একনিষ্ঠ ৺প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য; পুঠিয়া ও নাটোর রাজষ্টেটের প্রতিনিধি খ্যাতনামা বিজ্ঞ স্বর্গীয় ভুবন মোহন মৈত্র; তাহেবপুর ও দিঘাপতিয়া রাজষ্টেটের প্রতিনিধি ৺যাদব চন্দ্র চৌধুরী; ৺মনো মোহন রায়; ৺কেদার নাথ অধিকারী প্রভৃতি। ইহারা ই সে সময়ে প্রবীণ সিনিয়র উকীল মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ

প্রতিভাশালী শশধর রায় M. A., B. L.; অকালে পরলোক গত গুরুনাথ মুনসী M. A. B. L. এবং সম্প্রতি পরলোকগত প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও বাগ্মী স্বনামখ্যাত অক্ষয় কুমার মৈত্র, ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়েই লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল মাননীয় কিশোরী মোহন চৌধুরী, M. A. B. L. M. L. C., ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় মনস্বিতার প্রভাবে রাজসাহী জেলায়, শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং একাদি ক্রমে সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান্ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বকালেই জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী। এখন ও তাঁহার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া বাঙ্গলার লোক মুগ্ধ।

রাজসাহীর ইতিহাসে এমন এক সময় গিয়াছে, যখন সর্ব্বসাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে কিশোরী বাবু রাজসাহী জেলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় দেশ হিতকর কার্য্যে প্রধান এবং সর্ব্বময় নেতা ছিলেন, এবং শরৎ বাবু গবর্ণমেণ্টের শাসন যন্ত্র পরিচালনায় একজন শক্তিশালী সহায়ক ছিলেন। সে ধারণা এখন ও অটুট আছে বলিয়া বোধ হয়।

শরচ্চন্দ্র যখন আইন ব্যবসায় প্রবেশ করেন তখন উল্লিখিত ভূয়োদর্শন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজসাহীর 'বার' অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে দুই একজন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং কয়েক জন প্রতিভা সম্পন্ন উকীল পরে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন।

শরচ্চন্দ্র ব্যবসা আরম্ভ করার অল্পকাল মধ্যেই আইন সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচক্ষণতার যশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তিনি সহপাঠী ও সমসাময়িক অনেক কেই অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আশৈশব তিনি নির্ভীক, স্বাধীনচেতা এবং আত্মনির্ভরশীল ছিলেন, এই ব্যবসা ক্ষেত্রে ও সেই স্বাতন্ত্র্য ভাব

অবলম্বন করিয়াই চলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্পকাল মধ্যে তিনি সরকারী উকীল মহেন্দ্র বাবুর সুনজরে পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট অযাচিত ভাবে অনেক সহায়তা লাভ করিতে লাগিলেন, এমন কি ভবিষ্যতে যে সরকারী উকীলের পদ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার মূল কারণই মহেন্দ্র বাবু।

তিনি কোন দিন কোন বিপদ আপদেও কাহার ও নিকট হীন ভাবে শরণাপন্ন হন নাই, চিরকালই তাঁহার আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান প্রখর ছিল। কেহ কোনরূপ অপমান করিলে তাহা সহ্য করিয়া যাওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল, নিজ স্বার্থের বিঘ্ন হইলেও তাহার যথোচিত প্রতিকার না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। কি বাল্যজীবন, কি ছাত্র জীবন, সকল সময়েই তাঁহার এই প্রকৃতি বলবতী ছিল, এই ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুই একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শরচ্চন্দ্র তখন সবে মাত্র উকীল হইয়াছেন। একদিন এক জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে, হাকিম, নব্য উকীল বলিয়া তাঁহার প্রতি কিছু অবজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার করেন; ইনি নীরবে কোর্ট হইতে বাহির হইয়া, সোজাসুজি উৰ্দ্ধতম কর্ম্মচারীর নিকট এক এফিডেভিড্ দাখিল করিয়া বসিলেন। উকীল ও মোক্তার লাইব্রেরীতে ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল। উদারহৃদয় যথার্থদর্শী সদস্যগণ ইহাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া তাঁহাকে আকাশে উঠাইয়া দিলেন। প্রাচীনগণ পূর্ব্বোল্লিখিত হানৃক্রে সাহেবের সহিত তাঁহার পিতার মোকদ্দমার কথা স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "না হইবে কেন, রাম কুমার রায়ের পুত্রই ত"। অপর দিকে যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত ও ভীরু স্বভাব, তাহারা বলিতে লাগিল "এইবার শরৎ রায় গেল"। যাহা হউক শরৎ রায় অধঃপাতে গেলেন না, কার্য্যতঃ সুফলই ফলিল। জয়েণ্টপ্রবর প্রকাশ্য আদালতে ক্ষমা চাহিলেন। সেই হইতে বহুকাল কোন হাকিমই আর উকীলগণের সহিত এইরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই; রাজসাহীতে বেঞ্চ

ও বারের মধ্যে সৌহৃদ্য বরাবরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শরচ্চন্দ্র যে 'বারের' সম্মান রক্ষার্থ এইরূপ অসম সাহসিক কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন, সে কথা রাজসাহী 'বারের' ইতিহাসে স্বুবর্ণ অক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

আর একটি ঘটনাও উল্লেখ যোগ্য। শরৎ বাবু তখন মিউনিসি-পালিটীর চেয়ারম্যান, ব্যবসায়েও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। একদিন মধ্য রাত্রে এক সিনিয়র ডেপুটী, রাস্তা মেরামতে নিযুক্ত একজন কুলীর মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া সাংঘাতিক রূপে আহত করেন। ইনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সেই রাত্রিতেই আহত ব্যক্তিকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী ষ্ট্যাটিউটরী সিভিলিয়ান, পরলোকগত নন্দকৃষ্ণ বসু তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং আহত ব্যক্তিকে দেখাইলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষেই ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার যথোচিত প্রতিবিধান-মূলক ব্যবস্থা করিলেন। এস্থলে আর একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলে ও বলা দরকার। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচন আন্দোলনের সময়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ হইতে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের ভোট সংগ্রহ উপলক্ষে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "শরৎ বাবুর, ওকালতি ব্যবসায় এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার সময়ই পাইবেন না"। সহরে এই গুজব রটিয়াছিল যে প্রত্যুত্তরে বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন "a busy man can find time for many things"। বর্ত্তমান ঘটনাতে তাঁহার উক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিয়া তিনি যে সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীতে-ই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি যতদিন এই পদে অবস্থিত ছিলেন, শরৎ বাবুর সমস্ত কার্য্যেই পৃষ্ঠপোষকতা করিতে কখন ও পশ্চাৎপদ হন নাই।

হাকিমের সহিত 'লড়াই' সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা ও উল্লেখ করা যায়। এক সময়ে একজন উচ্চপদস্থ বিচারকের সততা সম্বন্ধে সহরে কাণা ঘুষা অনেক কথাই চলিতেছিল। ক্রমে ইহা জনসাধারণের মধ্যেও সমধিক বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মাধিকরণে নিরপেক্ষ সদ্বিচার লাভের আশা যেন সুদূরপরাহত হইবার উপক্রম। আন্দোলন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই ইহার প্রতীকারের জন্য অগ্রসর হন না। প্রবীণ উকীলগণ নীরব। উদীয়মান উকীল শরচ্চন্দ্রের উপরই অবশেষে ইহার গুরুভার ন্যস্ত হইল। ঘটনাচক্রে এই সময় তাঁহার এক সম্ভ্রান্ত মক্কেল, পক্ষপাতদুষ্ট বিচার ফলে সাংঘাতিক রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। সুতরাং শরচ্চন্দ্রকে বাধ্য হইয়াই ইহার বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট দরখাস্ত পেস্ করিতে হইল। ইহার ফলে বিচারক অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, সম্ভবতঃ অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে করিতে। শরচ্চন্দ্রের জানা ছিল যে সাধারণের হিতকর কার্য্য করিতে গেলে, আশীর্ব্বচনই হউক কিংবা অভিসম্পাত-ই হউক, উভয়ই সমতুল্য ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়।

আর একবার তাঁহার এক মুসলমান মক্কেলের সহিত এখানকার এক সরকারী ডাক্তারের ঘোরতর বিরোধ হওয়ায়, ডাক্তারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, অবশ্য ইনি তাহার পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা লইয়া সহরে ভীষণ আন্দোলন চলিতে থাকে। কয়েক জন প্রধান উকীল বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হাকিমকে বুঝাইয়া দিলেন, মোকদ্দমা মিথ্যা, ষড়যন্ত্র মূলক। বিচারক ও মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া রায় এ প্রকাশ করিলেন "diabolical conspiracy"। ইহাতে শরৎ বাবুকে ও ইঙ্গিতে জড়িত করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ফরিয়াদীকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা ও হইয়াছিল। আবার সহরে হৈ চৈ। এই সময় নির্ভীকচিত্ত, সূক্ষ্মদর্শী উগ্রস্বভাব ষ্টেলী (Mr. Staley) সাহেব রাজসাহীর ডিস্‌ট্রিক্‌ট এবং দায়রা জজের

পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। তিনি ফরিয়াদীর আপীল মঞ্জুর করিবার সময় অবজ্ঞাসুচক ভাবে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন "diabolical conspiracy ! diabolical conspiracy !!" এবং ক্রোধে তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা বনাত মণ্ডিত টেব্‌ল পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহা সম্পুর্ণ রূপে খণ্ডিত হইল। এই জজ ষ্টেলী সাহেব একজন বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। তিনি কাহাকেও খাতির করিতেন না। একদা একজন পুলিশ সাব্‌ইনসপেক্টর, ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তাহার উপরিতন কর্ম্মচারীর বিষদৃষ্টিতে পড়ায়, নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছিল। আপীল করিলে জজ সাহেব পুনঃ পুনঃ তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া 'রায়' দিতেন। একদিন একজন চাপরাসী, সম্ভবতঃ এই সম্পর্কেই, একখানা সরকারী খামে একখানা চিঠি লইয়া তাঁহাকে দিতে আসিতেছিল। তিনি তখন জুরীগণ সহ এক দায়রা মোকদ্দমায় লিপ্ত ছিলেন। দূর হইতেই চাপরাসীকে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন এবং নিজ আরদালীকে হুকুম দিলেন "উস্কো নিকাল দেও, ঘাড় পাকরকের নিকাল দেও" এবং সক্রোধে বলিতে লাগিলেন "Bombarding, with letters, a Sessions Judge while sitting in a Court of justice !!" লেখক সেদিন foreman রূপে জুরীদের সহিত বসিয়া এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং এই সকল কথা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন।

এই নির্ভীক জজ যতদিন রাজসাহীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সকল সময়ই শরচ্চন্দ্রের একজন গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ মক্‌দম্ সাহেবের দরগার মাতওয়ালী পরলোকগত জহুর মিঞা, শরৎ বাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি এক সময় এক ঘোর সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছিলেন। মহরম উপলক্ষে অগ্নিসংযুক্ত বানাটী খেলার সময়, তদানীন্তন পুলিশ সাহেব আসিয়া জ্বলন্ত বানাটী দ্বারা কয়েকজনকে গুরুতর রূপে আহত করেন

বলিয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তাহারা 'বাবুর' শরণাপন্ন হইল। শরৎ বাবু এই বিপন্ন লোকদিগের পক্ষ সমর্থন করিলেন, কিন্তু সফল-কাম হইতে পারেন নাই। মাতওয়ালীকেও এই মোকদ্দমায় অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক ইহাও শরচ্চন্দ্রের নির্ভীকতার একটি দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী হইতে দেখা যায় যে শরচ্চন্দ্র অনেক সময় 'লড়াই' তে-ই ব্যাপৃত থাকিতেন। এখন দেখিতে হইবে এ 'লড়াই' কিরূপ 'লড়াই'। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপে দুই একটি দেশ ছিল যাহার অধিবাসীগণ যুদ্ধকামী হইয়াই যেন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল, যেমন মন্টিনিগ্রো। যুদ্ধই ইহাদের ধর্ম্ম—যুদ্ধই ইহাদের জীবন—আবার যুদ্ধতেই ইহারা শান্তি অনুভব করিত। আবার জগতে এরূপ অনেক ব্যক্তিবিশেষ ও আছে যাহারা, কারণে হউক অকারণে হউক, জন্মাবচ্ছিন্ন লোকের সহিত 'লড়াই' করিতেই প্রবৃত্ত থাকে। তাহাদের এই 'লড়াই' স্বভাবজ প্রকৃতি গত। শরচ্চন্দ্রের 'লড়াই' ও কি সেইরূপ লড়াই? উল্লিখিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে তাঁহার লড়াই অন্য রকমের। তিনি আজীবন শান্তিপ্রিয়ই ছিলেন, কিন্তু কি যেন এক অজানা কারণ তাঁহাকে ঐ সকল ব্যাপারে লিপ্ত করিত। কোন ঘটনাতেই তিনি ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই, ইহা সুনিশ্চিত। ঐ সকল ঘটনায় যাঁহারা জড়িত ছিলেন তাঁহারা সকলেই কোন না কোন প্রকার দোষে দোষী ছিলেন। কেহ বা কোর্টের শিষ্টাচার ভঙ্গ, কেহ বা স্বীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, কেহ বা বিচার-নীতির অপলাপ দোষে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র লোক হিতার্থে এই দোষের বিরুদ্ধে—এই কুনীতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে করেন নাই। অতএব যে অন্তর্নিহিত অজ্ঞাত শক্তি তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহা পরার্থপরতা এবং সুনীতির প্রতি

আকর্ষণ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই এই পরার্থপরতা নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। স্বার্থপরতার লেশ মাত্র ও যে ছিল না, তাহা তাঁহার শত্রুপক্ষ ও স্বীকার না করিয়া পারিবেন না, কারণ ইহা সকলেই জানেন যে এই সকল ব্যাপারে তাঁহার কোন লাভেরই সম্ভাবনা ছিল না, বরং অনেক স্থলে আর্থিক কিংবা অন্যবিধ ক্ষতিই হইয়াছে। মলিন পঙ্কে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, প্রতিক্রিয়ার নিয়মে, নিজ বসনও সিক্ত হইতে পারে, এই স্বাভাবিক নিয়মের ফলে. শরচ্চন্দ্রকেও অনেক সময় অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। তিনি সহজে এইরূপ কলহে প্রবৃত্ত হইতেন না, কিন্তু একবার প্রবেশ করিলে তাহার চরম পর্য্যন্ত না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। ইহাতে বোধ হয় যেন তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত কবির বক্ষ্যমাণ উপদেশ বাণী অক্ষরে অক্ষরে অনুবর্ত্তন করিতেন।

* * * . Beware
Of entrance to a quarrel, but being in,
Bear't, that the opposed may beware of thee.

(Ham. Act I. Sc III.)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরকারী উকীল এবং আইন অধ্যাপক।

এইরূপ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া শরচ্চন্দ্র ক্রমে তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ সান্যাল বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সরকারী উকীল এবং কলেজের আইন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। আইন ক্লাসের পূর্ব্বতন ছাত্র শরচ্চন্দ্রের উপর তাঁহার সুদৃষ্টি পড়িল। তিনি শরচ্চন্দ্রের গুণাবলী দর্শনে তাঁহার প্রতি অনুরাগ বিশিষ্ট হইলেন এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁহাকে যথাসাধ্য সহায়তা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। গুণানুরাগিতাই ইহার মূল হেতু। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে কয়েক মাসের জন্য ছুটী লইয়া যাওয়ায়, তিনি শরচ্চন্দ্রকেই তাঁহার পদে মনোনীত করিয়া গেলেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনাতেই ভবিষ্যতে এই পদ লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনোমধ্যে লুপ্ত হইয়া রহিল।

গুণগ্রাহী মহেন্দ্র বাবুর এইরূপ আনুকুল্য, শরচ্চন্দ্রের কর্ম্মজীবনে এক মহার্ঘ ঐশ্বরিক অবদান বলিতে হইবে। কারণ ইহা তাঁহার ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী প্রবর্ত্তক রূপে কার্য্য করিয়াছিল। ইহা ভগবদ্দত্ত এইজন্য বলা যায় যে তিনি কখনও কাহারও নিকট এই পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই। কার্য্য ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় যে, যাহারা এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহাদিগকে এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন পর্য্যন্ত আলোড়িত বিলোড়িত করিতে হয়। কিন্তু তিনি ত এরূপ কিছুই করেন নাই! অপ্রার্থিত ভাবেই এই উন্মোচিত দ্বার তাঁহার নিকট স্বতঃই যেন উপস্থিত হইয়াছিল। কেন যে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা এক অবোধ্য সমস্যা। তবে মহেন্দ্র বাবুর এবম্বিধ সহানুভূতিপূর্ণ কার্য্যই তাঁহার উচ্চাভিলাষের আসন্ন কারণ।

এজন্য শরচ্চন্দ্র চিরকালই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন, এমন কি তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই সেই সদাশয় ব্যক্তির পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। যাহা হউক জীবনে এই সকল অচিন্ত্য নৈমিত্তিক ঘটনার উৎপত্তি, অদৃষ্টবাদ এবং দর্শন শাস্ত্রের বিষয়। সুতরাং ঐরূপ আধ্যাত্মিকতত্ত্ব এ স্থলে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক।

মহেন্দ্র বাবুর পরলোক গমনের পর চিরস্থায়ী রূপে সরকারী উকীলের পদ খালি হইলে, প্রবীণ উকীল হরিচরণ মৈত্র ঐ পদে অভিষিক্ত হইলেন, শরচ্চন্দ্র কলেজের আইন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকিলেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নূতন ইউনিভার্সিটি রেগুলেসন অনুযায়ী রাজসাহী কলেজ হইতে আইন ক্লাস উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় এবং ক্রমে সমগ্র ভারতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। শুষ্ক বৃক্ষে ও যেন নব পল্লবোদ্গম হইতে লাগিল। চিরনিদ্রায় অভিভূত দেশবাসীর মধ্যে যেন নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল। বঙ্গ বিচ্ছেদ উপলক্ষে এক প্রলয়ঙ্করী রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝটিকা, প্রথমতঃ বঙ্গদেশের উপর প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাই স্বদেশী আন্দোলন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহার ফলে বাঙ্গলায়, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গলায়, নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল। রাজসাহী জেলা সেই বিক্ষোভ হইতে রক্ষা পায় নাই, এখানেও এই বৈপ্লবিক ঝঞ্চাবাত-কালে দুই একটি হাট লুট হইয়া যায় এবং কেশর হাট নামক একটি সমৃদ্ধ হাট লুট করার অপরাধে বহু সংখ্যক মুসলমান কৃষক ধৃত হইয়া বিচারার্থ সদরে প্রেরিত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীগণ মধ্যে সর্ব্বত্র কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যের সূত্রপাত দেখা গিয়াছিল, ইহার ফলেই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, কোন হিন্দু আইনব্যবসায়ী, এই সকল মুসলমান আসামীদিগের পক্ষ

সমর্থন করিতে সম্মত হইলেন না এবং সে সময় কোন মুসলমান উকীল ও এখানে ছিলেন না। একমাত্র শরচ্চন্দ্রই এই সকল নিঃসহায় দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর হইতেই স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ তাঁহাকে সকল কার্য্যে সমর্থন করিতেন। ক্রমে তাঁহার বহু মুশলমান বন্ধু ও সর্ব্বসাধারণের কার্য্যে সমর্থক এক সঙ্ঘ গঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ও যথাসাধ্য তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। কি উচ্চস্তরের, কি নিম্নস্তরের, কোন মুশলমান, কোন বিপদে পতিত হইলেই, 'শরৎ বাবুর' শরণাপন্ন হইত। এমন কি জেলার সমস্ত দরিদ্র মুসলমানই জানিত এবং প্রকাশ্য ভাবে বলিত "বাবুই আমাদের মা বাপ"। এইরূপে বহু পূর্ব্ব হইতেই মুশলমান সম্প্রদায় মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। সুতরাং এই দেশ বিখ্যাত 'কেশর হাট' লুট মামলায় তিনি নিঃস্ব মুশলমানগণের পক্ষ সমর্থন করিতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে পারিলেন না। তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কোন ঘটনাই ঘটিয়াছিল না, যাহাতে হিন্দু জনসাধারণের মনে বিন্দু মাত্র ও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে সরকার মুশলমান সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতী। সুতরাং ভবিষ্যৎ লাভালাভ, জয় পরাজয় প্রভৃতি কোনরূপ স্বার্থে প্রলোভিত, কিংবা ভয়ে ভীত না হইয়া, তিনি এই সকল বিপন্ন মুশলমানগণের পক্ষ সমর্থন করিতে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইলেন। ইহাতে তদানীন্তন স্বদেশী সঙ্ঘের নিকট তিনি নিতান্ত বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। এখন এই সকল শরণাপন্ন কৃষকগণের সকরুণ আবেদন একদিকে এবং অন্য দিকে স্বদেশী সঙ্ঘের প্রতিকূল অভিমত, এই দুইটি বস্তু যদি নিরপেক্ষ ন্যায় ও মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে পরিমাণ করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানদণ্ড পূর্ব্বোক্ত বস্তুর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। সুতরাং শরচ্চন্দ্রের এই প্রকার সিদ্ধান্ত বিপরীত ভাবে সমালোচনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

সে সময় 'অসহযোগ' আন্দোলনের অস্তিত্বই ছিল না, তবে বয়কট্ট কথাটা যেন ঘরে ঘরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং আবাল বৃদ্ধ-বনিতার জিহ্বাগ্রে এই বিদেশীয় ভাষার শব্দটি সর্ব্বদাই নৃত্য করিত এবং বাঙ্গলা ভাষার একরকম অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মরক্ষা কিংবা শত্রুশাসন ব্যাপারে অন্য কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র অভাবে, দেশের লোক তখন এই 'বয়কট্' রূপ অস্ত্র গ্রহণই একমাত্র অবলম্বনীয় উপায় বলিয়া মনে করিত। শরৎ বাবু মুসলমানগণের পক্ষ সমর্থন করায় স্বদেশী সঙ্ঘে এক উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইল। অনোন্যপায় হইয়া তাঁহারা এই অমোঘ 'বয়কট্' অস্ত্র ধারণ করিলেন এবং শরচ্চন্দ্রের প্রতি যথাশক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। একজন ব্যবহারাজীবকে বয়কট্ করা অর্থে যাহা বুঝা যায় তাহাই হইল। ইহাতে তিনি কিছু লাঞ্ছিত ও বিব্রত না হইয়াছিলেন এমত নহে। ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহাকে 'শরায়তুল্লা' নামে অভিহিত করা হইতে লাগিল এবং নানারূপ অসুবিধা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্য পথে গমন প্রতিহত করিতে পারে নাই। তিনি স্বভাবজাত নির্ভীকতা বলে বলীয়ান হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

স্বদেশী সঙ্ঘের সহিত এইরূপ মনোমালিন্য এবং ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ায়, এমন বুঝিতে হইবে না যে তিনি একজন দেশদ্রোহী ছিলেন। একথা মনে ও স্থান দেওয়া যাইতে পারে না এবং একথা বলিলে তাঁহার প্রতি অন্যায়রূপে অবিচার করা হয়। তিনি একজন প্রকৃত অকপট বাহ্যাড়ম্বরশূন্য দেশহিতৈষী এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। স্বদেশী সঙ্ঘের কোন সদস্য হইতে তাঁহার এই আন্তরিক দেশ-প্রেমিকতা কম বলবতী ছিল না, একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে এবং তাঁহার কার্য্যেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে যে প্রণালীতে স্বদেশী সঙ্ঘ দেশহিতৈষণা কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা তিনি অনুমোদন করিতেন না, এই মাত্র প্রভেদ। গত ত্রিশ

বৎসরের ফলাফল দেখিয়া এখন আর তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করিবার উপায় নাই।

যাঁহারা শরচ্চন্দ্রের জীবনধারা অপরোক্ষভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা কখনও কোনরূপ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া করেন নাই। আবার তিনি যে ঐ সকল কার্য্যপদ্ধতি বিশেষ গবেষণা দ্বারা ভাল-মন্দ ফলাফল চিন্তা করিয়া অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় না। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানের প্ররোচনায়ই করিয়াছেন। ঐ সকল কাজ তত্তৎকালে অনেকের নিকট অপ্রীতিকর ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইলেও কালক্রমে তাহা যুক্তি সঙ্গত বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার কার্য্যে যদি কিছু শ্লাঘনীয় থাকে তাহা তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানেরই প্রাপ্য বলিতে হইবে।

কংগ্রেসকে তিনি বরাবরই শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি ও স্বরাজ লাভের জন্য একমাত্র কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন। প্রাচীন কালে অধিকাংশ লোক স্থিতিশীল, নিয়মানুগ রাজনৈতিক কৌশল ও চিন্তাধারার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। শরচ্চন্দ্র ও তাহাদের অন্যতম। বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী প্রবর্ত্তিত এই প্রতিষ্ঠান যে ভাবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সেই নীতির অনুসরণই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

যাহা হউক ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক অভাবনীয় রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়াই হউক কিংবা রাজনৈতিক ভারকেন্দ্রের সমতা রক্ষার জন্যই হউক, মুসলমানদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন। এতদিন শরচ্চন্দ্র একাকী সংখ্যা-গরিষ্ঠের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিলেন, এখন এই প্রবল শক্তির সহায়তা লাভ করিলেন। এই প্রবল শক্তির প্রভাবে তাঁহার প্রতি

'বয়কট্' অস্ত্র প্রয়োগ ক্ষীণবল হইয়া পড়িল এবং ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই হইতেই সরকারের সহিত তাঁহার অপরোক্ষভাবে সহযোগিতা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে ও এই সহযোগিতার অভাব তাঁহাতে কোন দিনই ছিল না। তিনি আনুপূর্ব্বিক নিরপেক্ষ ভাবেই চলিতেন। উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে তিনি গবর্ণমেণ্ট কিংবা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কখন ও ভীত হন নাই। পক্ষান্তরে ন্যায়সঙ্গত বোধ করিলে, স্বদেশী সঙ্ঘের কুৎসা ও লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতেও কখন ইতস্ততঃ করেন নাই। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনে তিনি যে কখন ও আত্মমর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়া হীনতার সহিত বশ্যতা স্বীকার করিতেন, এ অপবাদ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ ও কখন প্রচার করেন নাই।

এই স্বদেশী যুগে ফৌজদারী মামলা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট পাব্লিক প্রসিকিউটার নামে নূতন একটি পদ রাজসাহীতে সৃষ্টি করেন এবং শরচ্চন্দ্রকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কীয় যাবতীয় মামলা সরকার পক্ষে তাঁহাকেই তত্ত্বাবধান করিতে হইত।

এই সকল 'স্বদেশী' মোকদ্দমায় অনেক শিক্ষিত নব্য যুবক গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইত। তিনি যাহাতে ন্যায় বিচার হয়, যাহাতে প্রকৃত দোষী শাস্তি পায় ও নির্দ্দোষ মুক্তি লাভ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেন। সাক্ষাৎ প্রমাণের উপরই তিনি বেশী নির্ভর করিয়া চলিতেন, কখন ও আইনের কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যদি তিনি এরূপ কিছু করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিপক্ষদল তাহা উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতে ক্রুটী করিতেন না। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা কেহ করেন নাই।

তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে এই স্বদেশী যুগে দেশের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে এক প্রকার মস্তিস্কবিকার উপস্থিত হইয়াছিল।

তাহারা আইনের চরম দণ্ড আসন্ন দেখিয়াও নির্ভীক ও নির্ব্বিকার-চিত্তে আসামীর কাঠগড়ায় উদাসীন ভাবে দণ্ডায়মান থাকিত। তাহাদের অত্যুগ্র দেশপ্রাণতা ও স্বাধীনতাকামই ইহার জন্য দায়ী—ইহারা সাধারণ অপরাধী দিগের শ্রেণী হইতে অনেক পৃথক এবং অনেক উচ্চস্তরের। কারণ কোন সভ্য দেশেই এইরূপ দেশ-প্রেমিকতা একটা নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। তিনি আসামীদিগের এই প্রকার অদ্ভুত হাবভাবের প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই সকল কথা বলিতে কখন ও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু এই দেশপ্রেমিকতার সহিত নৈতিক অবনতি কিংবা আইন উল্লঙ্ঘণ মিশ্রিত হইলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়, দেশের অগ্রগতি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, ইহা বুঝিয়াই তিনি এই প্রকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পর স্বর্গীয় হরিচরণ মৈত্র মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে, ইনি সিনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার পদে স্থায়ী ভাবে অভিষিক্ত হন এবং প্রায় বিংশতি বর্ষ কাল এই পদ অধিকার করিয়া ১৯২৭।২৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে নববর্ষের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়।

এস্থলে একটি বিষয় অনুধাবন ও সমাধান যোগ্য। সাধারণতঃ দেখা যায় সরকারী উকীল হইলেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, এমন কি অনেক সময় পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার ঠিক হইয়া থাকে। কিন্তু শরচ্চন্দ্রের সে সৌভাগ্য হয় নাই। ঊর্দ্ধ পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল তিনি সরকারী উকীলের কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং যোগ্যতার সহিতই করিয়াছেন। প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল স্থানীয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করিয়াছিলেন। স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের পর তাঁহার পূর্ব্বে এতদিন কেহই এই পদে নির্ব্বাচিত হন নাই। কিন্তু তিনি মাত্র অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, ইহা রহস্যময়!

বিশেষ সে সময় রাজসাহীর সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ব্যতীত, বাঙ্গলা প্রদেশে অন্য কোন জেলাতেই সরকারী উকীল এইরূপ উপাধিশূন্য ছিলেন না। শরচ্চন্দ্রের কার্য্যাবলীর যথার্থ মূল্য অবধারণ করিতে হইলে এই রহস্যভেদ প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং এসম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন ছিলেন।

বলিতে গেলে এই উপাধি অযাচিত ভাবেই তাঁহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি এই সম্মান লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনও অন্তরে পোষণ করিতেন না। এমন কি যখন মাননীয় রীড্ সাহেবের নিকট হইতে এই শুভ সংবাদ বহন করিয়া এক টেলিগ্রাম আসিল, তখন ও তিনি ইহার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু যখন দেখান হইল যে ইহা State telegram, তখন তাঁহার দ্বিধা দূর হইল। ইহার পরে যখন মাননীয় সার প্রভাস মিত্র প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অভিনন্দন পত্র পাইতে লাগিলেন, তখন তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন। এই উপাধিদানের হেতুবাদে তাঁহার কৃষি-কার্য্যে অভিনিবেশ এবং জীবনের অন্যান্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট কার্য্যের উল্লেখ থাকায় তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মিউনিসিপালিটী।

জীবন সংগ্রামে নিজ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে অধ্যবসায় ও উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকগণের অধিকার, অভাব ও অভিযোগের প্রতি ও তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। তিনি মহামতি লর্ড রিপন প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ত শাসন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথম অবস্থা হইতেই স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কার্য্যাবলী, মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া আসিয়াছেন। এই স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে নগরের মিউনিসিপাল কার্য্য পরিচালিত হইত, তাহাও কলেজে অধ্যয়ন কালে, দেখিয়া আসিয়াছেন। তখন করদাতৃগণের সদস্য নির্ব্বাচনে কোন ক্ষমতা ছিল না, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মনোনীত ভাইস চেয়ারম্যান দ্বারাই সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিচালিত হইত। অধিকাংশ সময়ে সহরের প্রধান ডাক্তারগণ এই পদে অভিষিক্ত হইতেন। ইহাঁদের মধ্যে ডাক্তার চন্দ্রনাথ চৌধুরী ও ডাক্তার কেদারেশ্বর আচার্য্যের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। চন্দ্র বাবু একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদিন এই কার্য্যে মনোনীত হইতেন। কেদারেশ্বর বাবু ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এবং বাঙ্গলার মধ্যে একজন খ্যাত নামা চিকিৎসক রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি ও এই কাযে নিযুক্ত হইতেন। রাজসাহী জেলা স্কুলের ভূত পূর্ব্ব শিক্ষক খাঁ বাহাদুর তফোজ্জল হোসেন সাহেব ও মধ্যে মধ্যে এই কার্য্য করিতেন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু নূতন প্রথা প্রচলিত হইলে, তিনি বহুকাল ভাইস চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করিয়া ছিলেন।

সে সময় নগরের লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল, নাগরিক-গণের অভাব অভিযোগের পরিমাণও বড় বেশী ছিল না। সুতরাং মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে গুরুত্ব ও তত বেশী ছিল না। তখন কর

ধার্য্য, কর আদায়, রাস্তা ঘাট পুনঃ সংস্কার এবং স্বাস্থ্যোন্নতি কার্য্যের মধ্যে, বর্ষাগমে শদ্মানদীর জল বৃদ্ধি পাইলে, নগরস্থিত পুকুর ও গড়-গুলীর জল পরিবর্ত্তন, নিদাঘে চড়া পড়িয়া পদ্মা নদী দূরে প্রবাহিত হইলে সহরসংলগ্ন স্রোতোহীন শাখার উপর বংশ-সেতু নির্ম্মাণ, এই সকলই প্রধান কার্য্য ছিল। শিক্ষোন্নতি, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, রাজপথে আলোক দান ও জল সেচন এবং জনসাধারণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য হিতকর অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তখন একেবারেই অনুভূত হইত না।

নূতন স্বায়ত্ত শাসন বিধি অনুসারে করদাতৃগণের উপর মিউনিসিপাল শাসন ব্যাপারে অনেক ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হইল, নাগরিকগণ এই প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর প্রথমাবস্থায় স্বায়ত্ত শাসন লাভের উৎসাহে সমধিক উৎসাহান্বিত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ পৌরজনের বিধিসঙ্গত অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান তখন ও উৎপন্ন হয় নাই। তাহারা, প্রবীণ বর্ষীয়ান্ অধ্যাপক, প্রবীণ বিচক্ষণ চিকিৎসক ও প্রবীণ পদস্থ আইন ব্যবসায়ী কে-ই, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইত।

নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার সময় ও রামপুর বোয়ালিয়া নগরী জনবহুল ছিল না। একমাত্র উচ্চপ্রাচীর বেষ্টিত বড়কুঠির বিস্তৃত প্রাঙ্গন, দিবাভাগে সর্ব্বদাই রেশমশিল্পী, কাটানিপাকদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গের কোলাহলে মুখরিত থাকিত, কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর নিশাগমে সহরের রাস্তাঘাট প্রভৃতি সমস্ত স্থানই প্রায় জনমানব শূন্য হইত এবং সর্ব্বত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত। দূরে দূরে অবস্থিত আলোকস্তম্ভ হইতে ক্ষীণালোক রাস্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করিত মাত্র কিন্তু পদব্রজে ভ্রমণকারী পুরবাসী দিগের বিশেষ কোন সুবিধাই হইত না। কিন্তু ক্রমে নৈসর্গিক বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং সাহেববাজার, রাণীবাজার,

ঘোড়ামারা প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন পণ্যবীথিকা সকল ক্রমে উদ্ভব হইয়া রাস্তার দুই পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। সহরের উপকণ্ঠে সাগরপাড়ায় ও হেতমখায়, নূতন নূতন ভদ্রপল্লী সংস্থাপিত হইতে লাগিল। সাহেব বাজারের সন্নিকটে তেরাস্তার মধ্যস্থলে, বহু পুরাকাল হইতে একটি ভগ্ন বটবৃক্ষের শিকড় জড়িত পুরাতন মসজিদ বিদ্যমান ছিল, সেখানে অন্ধকার রজনীতে একাকী গমনাগমন করিতে অনেকেই ভয় পাইত, কিন্তু এখন সে স্থান লোকে লোকারণ্য এবং জনকোলাহলে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত মুখরিত থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্র পরিবর্দ্ধনের সূত্রপাত দেখা যাইতে লাগিল।

এবম্বিধ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরের যুগান্তর সদৃশ পরিবর্ত্তনের সহিত নাগরিকগণের নিত্য নূতন অভাব অভিযোগ ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জনসাধারণের মধ্যে পৌরজনোচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং দায়িত্ব জ্ঞান ও ক্রমে বিকাশ পাইতে লাগিল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা অথবা উচ্চ পদমর্য্যাদা; তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্যক্‌রূপে প্রতিকার করিতে পারে না। মিউনিসিপালিটীর ক্রমবর্দ্ধনশীল দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যকলাপ সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে দৃঢ়কর্ম্মী, নব নব উদ্ভাবনী শক্তিশালী সর্ব্বতোমুখী উদ্যমশীল লোকের প্রয়োজন, ইহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল, সুতরাং তাহাদিগের নির্ব্বাচনের মূল নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। তাহারা পদমর্য্যাদার লোভে আর মুগ্ধ না হইয়া, নব্য উদীয়মান সম্প্রদায় হইতে বাছিয়া বাছিয়া কর্ম্মিষ্ঠ লোকদিগকে এই মিউনিসিপালিটীর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল এবং কৃতকার্য্য ও হইয়াছিল। কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের শৈশব অবস্থায় তাহাকে গড়িয়া তুলিতে এই ব্যবস্থাই আবশ্যক। পরে দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে অন্য ব্যবস্থা।

এই উদ্দীপনার স্রোতোবেগে কর্ম্মবীর শরচ্চন্দ্র মিউনিসিপাল প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ লাভ করিলেন। এতদিন তাঁহার কর্ম্মময় জীবন

স্বব্যবসায়ে ও স্বগৃহেই বিনিবদ্ধ ছিল, এখন তাহার পূর্ণ বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইল। কর্ম্মই যাঁহার জীবন, যিনি কর্ম্ম ব্যতীত একমুহূর্ত্তও অবস্থান করিতে পরিতেন না, তাঁহার সম্মুখে এই বিশাল ক্ষেত্র উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত কর্ম্মোদ্যম চরিতার্থের উপযোগী এই কর্ম্মক্ষেত্রে সোৎসাহে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি কমিশনর রূপে প্রবেশ করিয়া অনতি বিলম্বে চেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং বহুকাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ সালে প্রথম এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই দেখিতে পাইলেন যে আরাম কেদারায় বসিয়া কায করিলে এই পদের প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। ইহার কর্ত্তব্য কার্য্য ন্যায্য রূপে পালন করিতে হইলে, মাত্র সভায় বসিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা পরিচালনা করিলে চলিবে না, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কায়িক শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ও অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা অবশ্য তাঁহার কর্ম্মশীল প্রকৃতির অনুযায়ী নিজ ব্যক্তিগত অভিমত। তিনি দেখিতে পাইলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অনেক কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে, যাহা কেবল মাত্র বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকের অভাবেই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে —কোনরূপ আর্থিক অনাটনের জন্য নহে। সেই সকল অবিলম্বে সম্পূর্ণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আবার এমন দুই একটি ভ্রমপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল যাহা সংশোধন করা ও একান্ত আবশ্যক। একটি বিশেষ পরিকল্পনা, যাহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল, তাহা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বহুকাল হইতে বর্ষাকালে পদ্মানদীর জল, সহরের মধ্য দিয়া উত্তরাঞ্চলে প্রবাহিত করাইবার জন্য একটি কাঁচা পয়ঃপ্রণালী অবস্থিত ছিল। ইহা পদ্মানদীর এক স্রোতোদ্বার (Sluicegate) হইতে নির্গত হইয়া সাহেব বাজারের পূর্ব্বদিকে, সহরের মধ্যস্থলে, দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সাহেব বাজার

ও অন্যান্য স্থানের জল নিকাশের এইটিই প্রধান ড্রেনের কায করিত। বর্ষার কয়েকমাস নদীর জলস্রোতে ইহা ধৌত হইয়া যাইত, কিন্তু অন্য সময়ে চারি দিক হইতে নর্দ্দমার জল ইহাতে পতিত হইয়া নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িত। ইহা পরিহারের উদ্দেশ্যে মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এই ড্রেনটি ইষ্টকনির্ম্মিত করিবার কল্পনা করিলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণ স্থান পাকা করিয়া দিলেন, অভিপ্রায় এই রহিল যে ক্রমে ক্রমে বৎসর বৎসর আর্থিক অবস্থানুযায়ী, এই ড্রেন পাকা করিয়া সহরের উত্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে, ময়লা জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত হইতে পারিবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে যে লেভেল (থামাল) লইয়া ইহার তলদেশ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নিয়মানুগ উচ্চাবচতার মানে বর্দ্ধিত করিতে গেলে, শেষ প্রান্ত অসম্ভব রকমে গভীর হইয়া পড়ে এবং পাম্প্ ব্যতীত তথা হইতে জল নিকাশের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এই দুরূহ ব্যাপারের সামঞ্জস্য সম্পাদন, শরচ্চন্দ্রের স্কন্ধে নিপতিত হইল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বকৃত সমস্ত ড্রেন আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে কোন রূপেই ইহা কার্য্যকর হইতে পারে না দেখিয়া অল্প কিছু স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াই কায বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতা স্বভাবজাত, কোন কলেজে পড়িয়া এ জ্ঞান লাভ করেন নাই। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিজ গভীর পুষ্করিণীতে যে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাটলা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এখন ও যেমন নূতন অবস্থায়ই আছে। পূর্ত্ত কার্য্যে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ইহা এক চিরস্থায়ী প্রমাণ স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সময়ে মিউনিসিপালিটীর কোন কোন পুকুরে যে ২।১টী ঘাটলা প্রস্তুত করা হইয়াছিল এখন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত ও নাই।

তিনি খিলান প্রস্তুতের জন্য কাঠের ফ্রেম স্কেল দ্বারা নিজেই তৈয়ার করিয়া দিতেন এবং সকল প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজই তিনি জানিতেন। সুতরাং তাঁহার এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অখণ্ডনীয়।

তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী চেয়ারম্যান দিগের ন্যায় আফিসে বসিয়াই কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন না, কুলী মজুর দিগের কার্য্য কলাপ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করিতেন। ইহাই তাঁহার শাসন কালের নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য। ইহার সুফল এই হইয়াছিল যে কেহই প্রতারণা মূলক কায করিতে সাহস করিত না সুতরাং মিউনিসিপালিটীর অপব্যয় অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য এই প্রথা যতদিন শরচ্চন্দ্র চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিনই চলিয়াছিল, তাহার পরে আর কোন চেয়ারম্যানই এরূপ করেন নাই। ইহা প্রত্যাশা করা ও যায় না, কারণ ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষাদীক্ষার উপরই এই প্রকার কার্য্যপদ্ধতি নির্ভর করে। ব্যবহার শাস্ত্রে পারদর্শী, মিউনিসিপাল শাসন ব্যাপারে সুদক্ষ, অনেকেই এইপদ অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই উচ্চপদোচিত অবস্থান হইতে নিম্নস্তরে নামিয়া কার্য্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

আইন ব্যবসায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কৃতী, মিউনিসিপাল শাসন পরিচালনায় সুপটু, নির্ব্বাচনের কূটনীতিতে বিচক্ষণ, আবার সভাপতির আসন পরিত্যাগ করিয়া কোদালী হস্তে কুলী মজুর দিগের সহিত সমভাবে কাজ করিতে পারেন, এক শরচ্চন্দ্র ব্যতীত অন্য একটি লোক বঙ্গদেশে এপর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় শিক্ষিত বাঙ্গালী এই সকল গুণ যথোচিতরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা বলা যায় না। তবে ইউরোপীয়গণ যে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি এখনও দুই একজন ইউরোপীয়ান তাঁহাকে "the great Rai Bahadur" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে ভীষণ ভূমিকম্পে রামপুর বোয়ালিয়া নগরী বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেই দিন সায়াহ্ন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভোর পর্য্যন্ত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কুলি মজুরগণ সহ স্বহস্তে ভগ্নস্তূপ হইতে অনেক লোককে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং দুই একজন সম্ভ্রান্ত

লোকের মৃতদেহ বাহির করিয়াছিলেন। একথা সে সময়ের সকল অধিবাসীই জানিতেন।

তাঁহার এই সকল কঠোর শ্রমসাধ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্য্যকলাপের জন্য জনসাধারণ অধিকাংশই অতিশয় প্রীত হইয়াছিল এবং এই কারণেই তিনি দ্বাদশ বর্ষকাল পুনঃ পুনঃ ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে কালধর্ম্ম অনুসারে একটি লঘিষ্ঠ দল ও সংঘটিত হইয়াছিল, যাঁহারা শরচ্চন্দ্রের কার্য্য পদ্ধতি বড় সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না। তাঁহারা তাঁহাকে কিছু বিব্রত করিবার ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। প্রচণ্ড সরিৎ প্রবাহ যেমন নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যায়, তিনি ও অপ্রতিহত গতিতে কর্ত্তব্য পথে চলিয়াছিলেন, কোন প্রতিবন্ধকই তাঁহার পথ রোধ করিতে পারে নাই।

তাঁহার বহুদিনব্যাপী মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষতা কালে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার এই ছিল যে তিনি সকল সময়েই জনসাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। সরকারী ও বে-সরকারী যে কয়েকজন ইউরোপীয় কমিশনার মনোনীত হইতেন, তাঁহারা সকলেই শরৎ বাবুকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এমন ও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার সরকারী উকীল হইবার বহু পূর্ব্বে, জেলার খ্যাতনামা সিভিলসার্জ্জন, মফঃসল হইতে তাঁহার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ঘোড়ার ডাক বসাইয়া দ্রুত চলিয়া আসিয়াছেন। ইহাও শরচ্চন্দ্রের কার্য্যক্ষমতার প্রশংসাপত্র স্বরূপ গ্রহণ যোগ্য। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি মিউনিসিপাল ব্যাপারে সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহাকে কোনরূপে পর্য্যুদস্ত করা সম্ভবপর হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কৃষিকার্য্য ও বনগাঁ Agri-Horticultural Garden.

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে কৃষিকার্য্যে শরচ্চন্দ্রের ঐকান্তিক আসক্তি ছিল। এমন কি ইহাই তাঁহার জীবনের চরম আদর্শ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ইহার সূচনা তাঁহার যৌবন কাল হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি যখন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই শাক সব্‌জি প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ দেখা গিয়াছে। তাঁহার তদনীন্তন পদ্মাতীরস্থ ক্ষুদ্র বাসগৃহের সংলগ্ন যে স্বল্পায়তন জমি খণ্ড ছিল, তাহাতেই তিনি উৎকৃষ্ট কফি, বেগুন, সিম্, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শাক সব্‌জি উৎপাদন করিতেন। এই কার্য্যে মৃত্তিকা খনন হইতে আরম্ভ করিয়া, পদ্মানদী হইতে জল উত্তোলন পূর্ব্বক তরুমূলে সেচন প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যকীয় কর্ম্ম নিজ হস্তেই সম্পাদন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠা বা অপমান বোধ করেন নাই। 'Dignity of labour' কথা আজ কালই বেশী শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বাক্য পুস্তক গতই ছিল, লোকমুখে ক্বচিৎ শ্রুত হইত, ইহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করাত দূরের কথা। কিন্তু শরচ্চন্দ্রের কার্য্যাবলী দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি ইহার তাৎপর্য্য যৌবন কাল হইতেই অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতেন। সে সময়ে এণ্ট্রেনস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যুবকগণ কেহ কেহ বাবু সাজিত কেহ কেহ ইংরাজী চাল চলন অনুকরণ করিত এবং এই সকল কার্য্য তাহাদের গৌরবের হানিকর বলিয়া মনে করিত। কিন্তু শরচ্চন্দ্র সেরূপ ছিলেন না। তিনি অবস্থানুযায়ী সাধারণ বেশ ভূষা পরিধান করিতেন এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য বিদ্যার্জ্জন করিতেন, অবকাশ সময়ে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। ইহাতে শারীরিক

ও মানসিক উভয় শক্তিরই চর্চ্চা হইত। 'Plain living and high thinking' যেন তাঁহার আদর্শ নীতি ছিল।

ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে অর্থোন্নতি হইলেও তাঁহার এই ভাব কখন ও পরিবর্ত্তন হয় নাই। অর্থোন্নতির সহিত তাঁহার কৃষিকার্য্যের প্রতি একনিষ্ঠা ক্রমশঃ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, স্বব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই, আনুমানিক ১৮৯২ সালে, পৈত্রিক বাসভবনের সন্নিকট বড়কুঠীর জমিতে এক বিস্তৃত উদ্যান প্রস্তুত করিয়া, কফি প্রভৃতি নানাবিধ শাকসব্জি উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন।

রাজসাহীতে বিস্তৃত পরিমাণে কফির চাষ তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং এই সময়ে তাঁহার বাগানে যেরূপ উৎকৃষ্ট কফি উৎপন্ন হইত, সেইরূপ কফি কলিকাতার বড় বড় বাজারেও বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দৃষ্টি গোচর হয় নাই। এখানে প্রায় তিন চার হাজার কফি লাগান হইত এবং তাহার কতক বিক্রয় করিয়া চাষের ব্যয় উঠান হইত। যখন রাজসাহীর বাজারে সাধারণ কফির মূল্য চারি আনা কি পাঁচ আনা ছিল, এই বাগানের ওয়াল চারেন (Walcharen) ও অটাম জায়েণ্ট (Autumn giant) নামক বিলাতি ফুল কফি, বার আনা হইতে এক টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। ইহা হইতেই ঐ সকল কফির গুণ ও আকার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে। অনেকেই হয়ত শুনিয়া অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে কোন সময়ে এমন সুন্দর একটি স্নোবল (Snowball) ফুল কফি এই বাগানে উৎপন্ন হইয়াছিল, যে কোন এক ক্রেতা দুই টাকা পর্য্যন্ত মূল্য দিতে চাহিলেও বাগানের সৌন্দর্য্য হানি হইবে বলিয়া দেওয়া হয় নাই।

এই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। কফির চাষ বলিলেই হয়ত অনেকে মনে করিবেন যে সচরাচর মালীরা যেরূপ চাষ করে, এ সেইরূপই অর্থাৎ যেখানে সেখানে গাছ লাগান এবং কোনরূপ

রুচিকর শৃঙ্খলাশূন্য। এ বাগান সে রকমই ছিল না। এখানে সুকুমার রুচির যথেষ্ট নিদর্শন ছিল। সমকোণী চতুর্ভুজ ক্ষেত্রে, সমান্তরাল রেখার উপর মাপের ফিতা দ্বারা পরিমাণ করিয়া সমান অন্তর অন্তর চারাগুলি লাগান। ফুল বাগানের কেয়ারির ধারে ধারে যেমন লাল পাতা বিশিষ্ট বাগানবাহার (amaranthus) লাগান হয়, এই কফি ক্ষেত্রের চারি ধারে রাস্তার পাশে পাশে সরল রেখার উপর 'ধনে' শাক লাগান হইত। যখন কফির চারা সকল যৌবনাবস্থায় উপনীত হইত, এবং 'ধনে' শাকগুলী রাস্তার পার্শ্বে হরিৎ বর্ণের রেখাতে পরিণত হইত, তখন এই বাগানের শোভা এক অনির্ব্বচনীয় সুন্দর রূপ ধারণ করিত, এমন কি ইহাকে এক একখানা ফ্রেমে বাঁধা নানাবর্ণে রঞ্জিত দৃশ্যপটের মত বোধ হইত। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে এই উদ্যানের মালী, কোদালী হস্তে অন্যান্য অশিক্ষিত অমার্জ্জিতরুচি পল্লী কৃষকদিগের মত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কেবল মৃত্তিকা খনন প্রভৃতি কার্য্যেই ব্যাপ্ত থাকিতেন না, ললিত কলার প্রতি ও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার প্রকৃতির এই দিকটাও দেখাইবার জন্য এই আপাত অবান্তর কথার অবতরণ করা হইল। সে সময় নগরের অনেক যুবক ও বর্ষীয়ান্ লোকই সান্ধ্যভ্রমণ উপলক্ষে এই বাগান পরিদর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহারা সকলেই এই সুরুচি সম্পন্ন কৃত্রিম-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন, বিশেষ যাহারা সুকুমার কলার উপাসক। এখন এই দৃশ্যপট নব্য যুবকগণের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে উৎঘাটিত করিয়া বলা যাইতে পারে "তোমরা না হয় ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না-ই পারিলে, কিন্তু এইরূপ শাকসব্জী উৎপাদন রূপ কৃষিকর্ম্মে যে সুবর্ণ প্রসব করিতে পারে, সে জ্ঞানত উল্লিখিত বর্ণনা হইতে লাভ করা যাইতে পারে"।

তবে একথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই কৃষি দ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ করা তত অনায়াস লব্ধ নহে। ইহাতে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় চাই, অসাধারণ শ্রম চাই, ঐকান্তিকতা চাই। একার্য্য

সকলের পক্ষেই সম্ভবপর, বিশেষ যাহারা শিক্ষার্থী, তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। শিক্ষার সঙ্গে কৃষিচর্চ্চা একটা অপরিহার্য্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিলে, ভবিষ্যতে সাংসারিক জীবনে ইহা বহুল পরিমাণে সুফল-প্রসু হইবে, একথা নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় Botany একটি বিষয় লইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে উদ্ভিদ্ বিদ্যায় যে তাহাদের কোন কার্য্যকর জ্ঞান হয় তাহা বিগত পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে কেহই বলিতে পারিবেন না। পরীক্ষার্থীগণ এই বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে মাত্র, ইহাতে মনোবৃত্তির অপচয় ব্যতীত আর কোন ফলই হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা একটি বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত, শরচ্চন্দ্রের অনুষ্ঠিত প্রথা অনুযায়ী নিজ নিজ বাটীতে ইহার চর্চ্চা করিলে ভবিষ্যতে অনেক উপকারে আসিবে। অধিকাংশ লোকেরই, এক কলিকাতা ব্যতীত প্রায় সকল স্থানেই, আপন বাসভবনের সংলগ্ন, অল্প হউক বেশী হউক, কিছু না কিছু জমি আছে, ইহাতেই স্বল্পাকারে কৃষিচর্চ্চা আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং পরে ইহা হইতে অনেক সুফল লাভের আশা থাকে। এইজন্য যুবকগণকে উপদেশ দেওয়া যায়, "শরচ্চন্দ্রের পথে চল, দেখিবে যে অন্ততঃ পক্ষে অন্নচিন্তারূপ হাহাকার থাকিবে না। ১৫৲।২০৲ মাহিনার চাকরীর জন্য তৃষাতুর চাতক পক্ষীর ন্যায় বারিবিন্দুর জন্য মুখব্যাদান করিয়া থাকিতে হইবে না। শিক্ষান্তে জীবন সংগ্রামে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিলেত ভালই, অন্যথা অন্নসংস্থানের এক সুপ্রশস্ত পথ উন্মুক্ত থাকিবে, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ভাবনা থাকিবে না।"

আজ কাল অনেক স্থানেই কফির চাষ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই সাধারণ রকমের অপকৃষ্ট বস্তুই উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী কফির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহার দ্বারা বেশী লাভ হইতেছে না। এজন্য অনেকে মনে করেন এই

কৃষি লাভজনক নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই চাষে এখনও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে, যদি যত্ন ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই শস্যের উৎকর্ষতা সাধন করা যায়। ইহা বিদেশীয় শীত প্রধান দেশের শস্য, ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে কেহ ইহা দেখিতেই পায় নাই, নাম ও শুনিয়াছিল কিনা সন্দেহ। ক্রমে বিদেশ হইতে বীজ আনাইয়া এতদ্দেশে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। পরে এখানেও বীজ প্রস্তুত হইতে থাকে কিন্তু ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া পাটনাই আকারে পরিণত হইয়াছে। শরচ্চন্দ্র বিদেশীয় বীজ হইতেই নানাবিধ উপায়ে উৎকৃষ্ট কফি উৎপাদন করিতেন এবং তাহাতে বিশেষ লাভবান হইতেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সকল সময়েই, বিশেষ আজকাল, তৃতীয় শ্রেণীর পণ্য বাজারে কাটতি হওয়া কঠিন। প্রথম শ্রেণীর মাল উৎপাদন করিলে লোকের নিকট আদরণীয় না হইয়া যায় না। কি করিয়া এই সকল বিদেশীয় শাক-সব্জীর উন্নতি সাধন করা যায় তাহা তিনি তরুণ বয়স হইতেই অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পরে হাতে কলমে ইহা বিস্তৃতরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই বিদেশী শস্যের বীজ হইতে সুস্থ ও সুপুষ্ট চারা উৎপাদন অতি প্রযত্ন-সাধ্য ব্যাপার এবং ইহার উপরই এই কৃষির কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তিনি ইহার যাবতীয় প্রক্রিয়া স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন সুতরাং সুফল অবশ্যম্ভাবী হইত। কেবল বেতনভোগী লোকদ্বারা এই কায সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে। ইহাতে নিজের পরিশ্রম, উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা বিশেষ আবশ্যক। শরচ্চন্দ্র যেরূপ অধ্যবসায় ও মনঃসংযোগের সহিত এই কৃষিকার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিতেন এবং যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিতেন তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে এই কৃষিকার্য্যে অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রক্রিয়া যাহা তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ উপসংহার করা হইল।

কফি ক্ষেত্রে জল সেচন এক দুরূহ এবং ব্যয় সাধ্য ব্যাপার এবং জলসেচন নিয়ন্ত্রন করা এই কৃষির সফলতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ইহার সুব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। নিজ পুষ্করিণী হইতে জল উত্তোলন পূর্ব্বক একটি উচ্চলেভেলে স্থাপিত ইষ্টকনির্ম্মিত চৌবাচ্চা পূরণ করাইতেন। প্রথমতঃ কুলী দ্বারাই উঠান হইত, পরে একটি পাম্প বসাইয়া অধিক সুবিধা করিয়াছিলেন। এই চৌবাচ্চা হইতে লৌহনল সংযোগে ১০০ ফুট দূরবর্ত্তী বাগানে লইয়া যাইবার স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্র জলে প্লাবিত হইয়া যাইত এবং ব্যয় ও অপেক্ষাকৃত অনেক কম পড়িত। এই প্রণালী তিনি হাইড্রোষ্ট্যাটিক্‌স্ শিক্ষা হইতে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই হাইড্রোষ্ট্র্যাটিক্‌স্ অনেকেই পড়েন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ কয় জন করিয়া থাকেন? এসম্বন্ধে এক মহৎ ব্যক্তির পুণ্যস্মৃতি সম্পৃক্ত একটি অবান্তর কথা এখানে উল্লেখ যোগ্য। পাঠ্যাবস্থায় যখন বাড়ীর সম্মুখ ভাগে কফির বাগান করা হইয়াছিল, তখন তাঁহার সহপাঠী স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্র, মাঝে মাঝে এই বাগান পরিদর্শনে আসিতেন এবং বেড়া-চিতা গাছের ত্বক্ দ্বারা এক অভিনব কৌশলে নল প্রস্তুত করিয়া, সাইফন্ (Syphon) বিধিমতে স্বল্পাকারে জল সেচনের এক নূতন প্রণালী দেখাইতেন। সম্ভবতঃ শরচ্চন্দ্র তাহা বিস্মৃত হন নাই এবং পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা, উহারই গরিষ্ঠাকারে সম্প্রসারণ।

শরচ্চন্দ্র ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার এই সকল কার্য্য পড়িয়া আছে, এখন ও ধ্বংস হইয়া যায় নাই। এই সকল বিষয়ে কোন অনুসন্ধিৎসু ইচ্ছা করিলে সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে পারেন এবং তাঁহার কার্য্যসাধনী অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে নব-শক্তি লাভ করিয়া অনুপ্রাণিত হইতে পারেন।

বনগাঁর বাগান।

কালে তিনি ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অসীম কর্ম্মোদ্যম এবং অসাধারণ অব্যক্ত শক্তি (energy) এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আর নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না, বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তাঁহাকে লইয়া যাইতে উত্তেজিত করিল। বহু অর্থব্যয়ে, বহুদিনের কঠোর পরিশ্রমে, সহরের উত্তরে পাঁচ মাইল দূরে, বনগাঁ নামক জঙ্গলাবৃত এক অনুর্ব্বর পতিত স্থানে একটি রমণীয় উদ্যান প্রস্তুত করিলেন। ইহা সাত আট শত বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহাতে ছয় সাত শত উৎকৃষ্ট আম, লিচু প্রভৃতির কলম রোপন করা হইয়াছে। বড় বড় অনেক জলাশয় আছে তাহাতে মৎস্য পালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইক্ষু, পাট, ধান, আলু, তরি-তরকারী এবং রবি শস্য চাষেরও বন্দোবস্ত আছে। রাস্তা ঘাট অতি পরিপাটি। কয়েক বৎসর ইক্ষুচাষ করিয়া তাহার রস হইতে প্রচলিত দেশী প্রথায় গুড় প্রস্তুত করিতেন। এই বহুকাল প্রচলিত শিল্পে নানাবিধ নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়া ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

পাঠক, পাঠিকা! এই যে আম, লিচু প্রভৃতি কলমের বাগানের কথা বলা হইল, মনে করিবেন না ইহা সচরাচর যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ। এই উদ্যান মোটেই সে রকমের নহে, ইহার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলায় এই প্রণালীতে ফলোদ্যান কোথায়ও এপর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। সচরাচর ফলের বাগানে দেখা যায়, কলম কিনিয়া মজুরদের উপরই অধিকাংশ সময় গাছ রোপনের ভার দিয়া উদ্যানস্বামী নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত ও সুবিধা অনুসারে যেখানে সেখানে গাছ লাগাইয়া দেয়। কিন্তু এ বাগানের রচনা প্রণালী ভিন্ন রকমের। এখানে বৃক্ষরোপন করিয়া ফল ভোগ করা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও উচ্চস্তরের মার্জ্জিত রুচির ও যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। এই সকল বৃক্ষের শ্রেণী সার্ভেইং প্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট সমান্তরাল রেখার উপর স্থাপিত এবং প্রত্যেকটি

বৃক্ষ মাপ কাঠী দ্বারা পরিমাণ করিয়া সমদূরবর্ত্তী বিন্দুতে রোপিত, কোথাও কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রম নাই।

যে কয়েকটি জলাশয় পুনঃ সংস্কার করা হইয়াছে তাহা সকলই সমকোণ বিশিষ্ট। একটি সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে খাত। যে সকল সুপরিসর রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহদের অবস্থান যেন দিগদর্শন যন্ত্র সাহায্যে নিরূপিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন "চাষ আবাদ ব্যাপার, ইহাতে আবার এই সকল মার্জ্জিত রুচির (aesthetic culture) কি প্রয়োজন?" প্রয়োজন আছে। একটু উন্নততর স্তর হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে মানুষের সমস্ত কার্য্যেই যথাসম্ভব কিছু সুরুচির পরিচয় থাকা প্রয়োজন। বিশেষ এই স্থানকে একটি আদর্শ Agri-Horticultural garden রূপে পরিণত করাই শরচ্চন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল, তদনুযায়ী ইহাকে সুরুচি সম্পন্ন করিতে তিনি যত্নবান হইয়াছিলেন। কৃষি কার্য্যের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে, শোভনীয় দৃশ্যাবলী দ্বারা এই শুষ্ক বিষয়ে কিছু রস সঞ্চার করাও প্রয়োজন। কলিকাতা Agri-Horticultural societyতে গমন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে কৃষিতত্ত্বের অনুশীলন ও গাছ গাছালির উৎকর্ষতা সাধনের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রুচিকর মনোহর দৃশ্যাবলীর ও ব্যবস্থা করা হয়। এই নীতি সর্ব্বত্রই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

সুতরাং এই স্থানে তিনি ফলে ফুলে সুশোভিত এক সুরম্য আদর্শ কৃষিক্ষেত্র রচনা করিলেন। ইহা ধনকুবেরদিগের প্রমোদ উদ্যান নহে। এখানে যেমন নয়ন তৃপ্তিকর প্রাকৃতিক শোভা সৃষ্টিকরা হইয়াছে, সেইরূপ অর্থোৎপাদনের ও সুব্যবস্থা রহিয়াছে। উত্তরাধিকারীগণ নানারকমের শস্য উৎপন্ন করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। কৃষিশিল্প সংসৃষ্ট অনেক প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান এখানে সংস্থাপিত হইতে পারে, যেমন fruit culture, grafting,

cattle breeding, dairy ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত pisci-culture (মৎস্যের চাষ) ও এখানে আধুনিক উন্নত প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

এই সকল কার্য্য ও শরচ্চন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল এবং স্বল্পাকারে কিছু কিছু আরম্ভও করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ, সমস্ত সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাদের উপকরণ সকলই প্রস্তুত রহিয়াছে, তাঁহার মত উদ্যোগী উদ্যমশীল ও কর্ম্মিষ্ঠ লোক আবির্ভূত হইলেই এবম্বিধ নানারকমের কার্য্য এখানে সংসিদ্ধ হইতে পারে।

জীবনের পরিণতি অবস্থায় এই বাগানের রচনা ও উন্নতিকল্পে তিনি অমানুষিক কায়িক পরিশ্রম এবং প্রায় অশীতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা কিরূপে জনহিতকর কার্য্যে লাগিতে পারে তাহাও তাঁহার মনে উদিত না হইয়াছিল এমত নহে।

অনেকদিন হইতে রাজসাহী কলেজের সংশ্লিষ্ট একটি কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাবনা চলিয়া আসিতে ছিল। বহুকাল হইল দিঘা-পতিয়ার দেশ হিতৈষী মহাপ্রাণ কুমার বসন্ত কুমার, এই মহতোদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার ঈপ্সিত কল্পনা, কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শরচ্চন্দ্রের আশা ছিল যে এইকলেজ স্থাপিত হইলে, মধ্যে মধ্যে শিক্ষার্থীদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার এই কৃষি কার্য্যের প্রণালী বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং ছাত্রগণ অধ্যাপকসহ যাহাতে নিয়ম মত এই বনগাঁর উদ্যানে আসিয়া কার্য্যকরী প্রথা শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না!

ইহা রাজসাহীর পক্ষে এমন কি সমগ্র বাঙ্গলার পক্ষেই একটা বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে শরচ্চন্দ্রের জীবিতকালে এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল না। আর ও অধিক অনুশোচনার বিষয় এই যে

উপযুক্ত অর্থ হস্তগত এবং কুমুদিনী বাবুর মত প্রতিভা সম্পন্ন অধ্যক্ষ বর্ত্তমান থাকিতে ও এই প্রতিষ্ঠানটি সংস্থাপিত হইল না। এই কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে নিশ্চয়ই কৃষিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন দুই একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে বহুদর্শিতা লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। এদিকে শরচ্চন্দ্র কৃষিশাস্ত্র কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু আশৈশব কৃষিকার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকায় ইহাতে এত অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী হইয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য কৃষি শিক্ষালয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত কোন অধ্যাপকের পক্ষেই তাহা সম্ভবপর নহে। এই দুই প্রকৃতির সম্মিলনে ও সহযোগিতায় যে কত সুফল লাভের সম্ভাবনা হইত তাহা বর্ণনাতীত।

তিনি এমনও ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন যে যদি কংগ্রেস কিংবা অন্য কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, কৃষি কার্য্যে একনিষ্ঠ কর্ম্মীসঙ্ঘ সহকারে এই বাগানের সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন জন্য প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে দেশহিতার্থে তাহাদিগের হস্তে ইহা অর্পণ করিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় এমন কোন অনুষ্ঠানই বিদ্যমান দেখা গেল না!

লর্ডলিটনের বনগাঁ পরিদর্শন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের গভর্ণর মহামান্য লর্ডলিটন এই উদ্যান পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই পরিদর্শনের পরেই উপাধি দানের কথা গবর্ণমেণ্টের স্মৃতি পথে উদিত হইয়াছিল। সনন্দ বিতরণের বিবরণীতে তাঁহার এই কৃষি কার্য্যে উন্নতি সাধনের চেষ্টাকেই সমধিক উচ্চতম স্থান দেওয়া হইয়াছিল। লর্ডলিটনের উদ্যান পরিদর্শন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ডলিটন রাজসাহী পরিদর্শনার্থে আগমন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সাব্‌ডিভিসানাল্‌ অফিসার মিঃ এ, সি, দত্ত, লাট্ সাহেবের পরিদর্শন

কার্য্যাবলীর মধ্যে বনগাঁর উত্থান পরিদর্শন, অন্তর্ভুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া, শরৎ বাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশে অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রচুর অর্থব্যয়ে, অনুর্ব্বর বনজঙ্গল পরিবৃত যে স্থানকে এক নন্দন কাননে পরিণত করিয়াছেন তাহা সম্রাটের প্রতিনিধি, বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তা, সন্দর্শন করিবেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন এবং ঐ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। গবর্ণর বাহাদুরের উচ্চ পদোচিত অভ্যর্থনার্থে যে সকল সংস্কার ও প্রসাধন দরকার, তাহা অদম্য উৎসাহে অল্প সময়ের মধ্যেই সাধন করিলেন। নূতন সাজ সজ্জায় বাগানের প্রাকৃতিক মনোহারিতা আরও বৃদ্ধি হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করিল। একটি বিস্তীর্ণ সমতল প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত অস্থায়ী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একটি কৃষি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। ইহাতে স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য এবং গৃহপালিত পশু পক্ষী প্রদর্শনার্থ রাখা হইল। অন্যস্থানে দেশীয় প্রণালীতে আখ ভাঙ্গা এবং রস হইতে গুড় প্রস্তুতের নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইল। বৃহৎ পুষ্করিণী হইতে বেড়জাল দ্বারা মৎস্য ধরা দেখাইবার ও আয়োজন রহিল। অতি প্রত্যুষে যথা সময়ে লাট্ বাহাদুর বনগাঁর বাগানে পদার্পণ করিলেন। শরৎ বাবু তাঁহার অনাড়ম্বর স্বাভাবিক কৃষকের বেশে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন "I receive your Excellency in my garden as a common cultivator and not as a Government Pleader"

এই পরিদর্শনের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ সমস্ত দেখিয়া শেষ করিতে অর্দ্ধঘণ্টার ও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে লাট্ সাহেব পুষ্পমাল্যে বিভুষিত হইয়া সম্মিলিত কৃষক ও শ্রমজীবিগণের উচ্চরবে জয়ধ্বনির মধ্যে বাগান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই উপলক্ষে রাজ সম্মান প্রদর্শনার্থে, হিন্দুর সনাতন প্রথা অনুযায়ী, ফল পুষ্প অর্ঘ্য স্বরূপ বাগানে উৎপন্ন যৎকিঞ্চিৎ উপহার অর্পণ করা হইল, তিনি ও তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

এই জীবন বৃত্তান্তে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে শরচ্চন্দ্র আশৈশব নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার এই নির্ভীকতা মাত্র শারীরিক অনিষ্টাশঙ্কা কিংবা মানসিক উদ্বেগ আশঙ্কাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মৃত্যুভয় যে কি তাহাও তিনি অনুভব করিতেন না, এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনে মাত্র একবার ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। মৃত্যুর পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য ওয়ালটেয়র যাওয়া স্থির করিয়া, শিবপুর আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় শয্যাগত হইয়া পড়েন। এই সময় তিনি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন "ভয় যে কি পদার্থ তাহা আমি কখনও জানি নাই, কিন্তু এখন যেন একটু ভয় উপস্থিত হইয়াছে।" তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহার এইরূপ অস্বাভাবিক ভয় সঞ্চারের একমাত্র মূল কারণ এই হইতে পারে যে পাছে তাঁহার অদম্য কর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। তাঁহার ওয়ালটেয়ার যাওয়া হইল না, রাজসাহীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি অচিরে নবজীবন লাভ করিয়াই যেন অধিকতর উত্মমের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেন এবং এই শেষ পঁচিশ বৎসরে তাঁহার সকল অভীষ্ট কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অন্তর্জাত কর্ম্ম-প্রেরণা তাঁহাকে এই গভীর শোকসমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়াছিল।

তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কোন দিনই অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রাক্তন কর্ম্মফল যাহাই থাকুক না কেন, পুরুষকার দ্বারা এ জীবনের গতি স্বেচ্ছাক্রমে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।

এখন দেশের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে তাহাতে এই পুরুষকারের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। অদৃষ্টবাদ হিন্দু ধর্ম্মের এক অঙ্গ সত্য; যেমন :—

কিংবা স্বয়ম্ভুঃ শিবশক্তী বিষ্ণুঃ কপালদুঃখং ন করোতি দূরং।
অতঃপরোজীবঃ স্বকর্ম্মভোগঃ কপালঃ কপালঃ কপাল মূলম্ ॥

আবার শাস্ত্রকারগণ পুরুষকারকে ও উচ্চস্থান দিয়াছেন। গীতাতে ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন "অহংনৃষু পৌরুষম্‌অস্মি"। এমতাবস্থায় এই পুরুষকারকেই জাগ্রত করিয়া কায়মনোবাক্যে সেবা করাই একমাত্র উপায়। জন্মান্তরের কর্ম্মফল যাহাই থাকুক না কেন এই পৌরুষরূপ প্রবল আত্ম-শক্তি দ্বারা অসম্ভব ও সম্ভব হইতে পারে। এই পুরুষ-কার নিজের আয়ত্তাধীন এবং সকলের ভিতরই বিদ্যমান। ইহাকে প্রবুদ্ধ করিলেই হয়। এ সম্বন্ধে ভারতের মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ কি বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"সূতোবা সূত পুত্রোবা যোবা কোবা ভবাম্যহং।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তংহি পৌরুষম্ ॥"

শরচ্চন্দ্র এই মন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন এবং উজ্জ্বল ফল ও লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের সমস্ত কাযেই দেখা যায় যে তিনি এই পুরুষকার-কেই প্রধান এবং উচ্চতম স্থান দিতেন। পূর্ব্বজন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করিয়া স্রোতে শরীর ভাসাইয়া দেওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। শরচ্চন্দ্র তাহা কোন দিনই করেন নাই। সর্ব্বদাই সকল অবস্থাতেই এই আত্মশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রতিকুল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অনুকুল অবস্থায় পরিণত

করিতে চেষ্টমান থাকিতেন এবং সফলকাম ও হইয়াছেন। তাঁহার জীবন ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রণিধান করিলে ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইব।

তাঁহার অভ্যন্তরীণ কর্ম্মপ্রবণতা এত বলবতী ছিল যে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেও চিকিৎকগণ তাঁহাদের চিরপ্রথিত Complete rest রূপ ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহাকে বেশীদিন শয্যাশায়ী থাকিতে কিছুতেই বাধ্য করিতে পারিতেন না। রোগ কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই, তিনি উঠিয়া বসিতেন এবং পুনরায় তাঁহার স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে সাঙ্ঘাতিকরূপে পীড়িত হন, এবং প্রায় দুই মাস শয্যাগতই ছিলেন। কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ বোধ করিলেই, শরীরের দুর্ব্বল অবস্থাতেই, ৭৭ বৎসর বয়সে, বাই-সাইকেলে চড়িয়া পাঁচ মাইল দূরে, বনগাঁর বাগানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী একদিন বলিয়াছিলেন "এইবার পড়্লেই অমনি মৃত্যু"। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন "এই রকম মৃত্যুই আমি চাই; বহুকাল পীড়িত অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকিয়া, পরের মুখাপেক্ষী হইয়া, জীবন থাকিতেই নরক যন্ত্রনা ভোগ করা অপেক্ষা এই প্রকার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াইত বাঞ্ছনীয়"। ইহা শরচ্চন্দ্রের মত বীরের উপযুক্ত কথাই বটে। কার্য্যতঃ এক রকম তাহাই হইল। তাঁহার আশৈশব জীবন বৃত্তান্ত যেমন অদ্ভুত ও বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ, তাঁহার মৃত্যু ও সেইরূপ অসাধারণ। পুরুষকারের উপরই তাঁহার জীবনের ভিত্তি সংস্থাপিত ছিল, পুরুষকার দ্বারাই তিনি জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেন। তাঁহার মনের বল ও অসাধারণ ছিল, এতদিন তদ্বারাই শরীরকে চালাইতেন। কিন্তু দেহের কৌমার কিংবা যৌবনাবস্থা এখন নাই। এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে। জীবনের এইরূপ পর্য্যায়, মনের অবস্থা সবল থাকিলেও স্নায়ুমণ্ডলী ও মাংসপেশী সকল দুর্ব্বল, শিথিল ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন কি পুরুষকার, কি মনের বল, তাহাদিগের মধ্যে নব সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, এই কঠোর সত্য তিনি

উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহার এক বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই প্রমাদই তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর নিমিত্ত-কারণ। দুর্দ্দান্ত মহিষযুগল বাহিত শকট পরিচালনারূপ অসম সাহসিক কার্য্যে তাঁহার দুর্ম্মতি হইল! মহিষদ্বয় ক্ষণকালের জন্য তাহাদের চিরাভ্যস্ত চালকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বেচ্ছা-চারিতা ঘোষণা করিল এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তাঁহার দেহাদির পূর্ব্বাবস্থা থাকিলে মহিষ-শকট উল্টাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক উপস্থিত বুদ্ধি এবং অসামান্য মনের শক্তি বলে নিশ্চয়ই এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইতে পারিতেন। কিন্তু হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যে আর যথা সময়ে উপযুক্ত সাড়া দিল না! সুতরাং নিয়তির অনিবার্য্য ফল ভোগ করিতে হইল! গার্হস্থ্য জীবনের এমন কোন কার্য্যই ছিল না যাহা তিনি জানিতেন না, এখন বলিতে হইবে, এক মহিষ শকট চালনা ব্যতীত।

এই ঘটনার পর ও তাঁহার যেরূপ অমানুষিক কষ্টসহিষ্ণুতা এবং মনের বল দেখা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে এইরূপ সাঙ্ঘাতিক ভ্রম না করিলে তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিতে পারিতেন এবং আরও অনেক কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিতেন।

আত্মীয় স্বজনগণ সুচিকিৎসার আশায় তাঁহাকে রাজসাহী হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে সেই গাড়িতেই বাঙ্গলার সার্জ্জেন জেনারেল মেজর জেনারেল ডি, পি, গয়েল সাহেব রাজসাহী হইতে আসিতে ছিলেন। শরচ্চন্দ্রের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন যে তিনি তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন, কোন আশঙ্কার কারণ নাই। শিয়ালদহ পৌঁছিয়া, প্রিন্সঅবওয়েলস্ হাসপাতালে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ মহানুপ্রাণতার জন্য শরচ্চন্দ্রের আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ।

হাসপাতালের সিস্টার ও নার্সগণ এবং আত্মীয় স্বজন যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন যে এই

বয়সে এত সাংঘাতিকরূপে আহত হইলে ও কোন সময় কোন রকম যন্ত্রনা ভোগের লক্ষণই তাঁহাতে দেখা যায় নাই। সিস্‌টারগণ বলিতেন "এ কি রকম পেসেণ্ট্ এ রকম পেসেণ্ট্ত কখনও এখানে আসে নাই।"

যাহা হউক অনেক সাধ্য সাধনাতেও তাঁহাকে আর রক্ষা করা গেল না। ক্রমে ক্রমে জীবনী শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। অবশেষে বাঙ্গলা ১৩৪১ সালের ১ শ্রাবন বেলা দেড় ঘটিকার সময় তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। বাঙ্গলার অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর শরচ্চন্দ্রের অবিনশ্বর জীবাত্মা প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেল। নশ্বর দেহ পড়িয়া রহিল! আত্মীয় স্বজনগণ তাহা লইয়া কোলাহল উপস্থিত করিলেন।

এখন শরচ্চন্দ্রের জীবনগতি আনুপূর্ব্বিক পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে তাঁহার স্বহস্তে রচিত বনগাঁর উদ্যান বাটীতেই তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন হইবে ইহাই যেন বিধির বিধান ছিল। নতুবা কেনই বা তিনি ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করার পর অধিক সময় এই বনগাঁর বাগানে বাস করিতেই শান্তি অনুভব করিতেন? কেনই বা অসুখ শরীর লইয়া তথায় একাকী বাস করিবার ইচ্ছা এত বলবতী হয়? কেনই বা মহিষ-শকটে আরোহণ এবং পরিচালনা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাতে উপস্থিত হইল? তাঁহারত নিজের গাড়ি ঘোড়া কোচমানের অভাব ছিল না? অবশেষে কেনই বা এইরূপ অস্বাভাবিক প্রমাদ এই সময়ে তাঁহার তেজঃপূর্ণ প্রজ্ঞা আচ্ছন্ন করিল? অদৃষ্টবাদী বলিবেন "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।" এসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্ফল, কারণ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে কিংবা কোন দেশের দর্শন-শাস্ত্রেই এই সমস্যার কোন সুনিশ্চিত মিমাংসা পাওয়া যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে বিধির এইরূপ বিচিত্র বিধান সম্পূর্ণ রূপে অচিন্ত্য ও মানব বুদ্ধির অগম্য।

তিনি তাঁহার সমস্ত ঈপ্সিত কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ রাখেন নাই। ধন, মান, সম্ভ্রম ও যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছেন। এবং পরিণত বয়সেই দেহত্যাগ করিয়া ইহজগৎ হইতে চিরতরে চলিয়া গিয়াছেন। এমতাবস্থায় আত্মীয় স্বজনগণের পক্ষে শ্রীভগবানের বক্ষ্যমাণ উপদেশ বাণী স্মরণ করাই শান্তি লাভের এক মাত্র উপায়ঃ— অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্রকা পরিদেবনা॥

উপসংহার।

শরচ্চন্দ্রের এই জীবন চরিতে আমরা দেখিতে পাই যে কর্ম্মপ্রবণতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান এবং বিশেষ লক্ষণ। তাঁহার জীবনে এত সাফল্য লাভের প্রধান কারণ ছিল অসাধারণ অধ্যবসায় এবং সঙ্কল্পিত কার্য্য সম্পাদনে দৃঢ়তা, পদব্রজে দার্জিলিং গমনই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন ও অন্যতম কারণ ছিল। এই ভ্রান্ত ধারণা জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভের এক বিশেষ অন্তরায়। যাঁহারা ধনশালী, স্বকীয় ক্ষমতায় জীবিকা অর্জ্জনে অকৃতকার্য্য হইলেও যাঁহাদিগকে অন্নবস্ত্রের অভাব অনুভব করিতে হইবে না, তাঁহাদের এই অভিমান তত দূষনীয় না হইতে পারে, কিন্তু যাহাদিগকে স্বকীয় শ্রমলব্ধ অর্থদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষে ইহা মারাত্মক। শরচ্চন্দ্র এই প্রকার বৃথা অভিমান সর্ব্বদাই পদদলিত করিয়া চলিতেন। দেশের অবস্থানুযায়ী এই দৃষ্টান্তই আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ যোগ্য। যে দিন দেখা যাইবে বঙ্গসন্তান দ্বিধাশূন্য হইয়া জীবিকা অর্জ্জনার্থে যে কোন শারীরিক শ্রম সাধ্য কার্য্য করিতে প্রস্তুত, যে দিন দেখা যাইবে দেশের লোক, দেশের সমাজও, এইরূপ কর্ম্মীদিগকে হেয় জ্ঞান না করিয়া অন্যান্য প্রকারে উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিদিগের ন্যায় ইহাদিগকেও উচ্চ মর্য্যাদা অর্পণ করিতে প্রস্তুত, তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ভারতের কৃষ্টি, কোন কালেই, শ্রমসাধ্য কোন বৃত্তিকেই হীন বলিয়া মনে করে নাই।

কাল ধর্ম্মে যদি এইরূপ মনোভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করাই উন্নতিকামী দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

শরচ্চন্দ্র যখন প্রথমাবস্থায় এই সকল কায করিতেন সে সময় অনেকেই তাঁহাকে হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে তিনি ক্রমে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে-ছেন এবং দেশের অবস্থা ও সঙ্কটাপন্ন, তখন তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতে লাগিল। তাঁহারা ক্রমশঃ বিজ্ঞতর হইয়া শরচ্চন্দ্রের কর্ম্মপদ্ধতির মূল্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রাচীন কালে হিন্দু ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত থাকায়, সকল প্রকার বৃত্তিই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বণ্টন করা ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গাঘাতে এবং সমগ্র জগতের অগ্রগতির প্রভাবে এই বর্ণাশ্রমের শৃঙ্খল ক্রমশঃ শিথিল হইয়া বর্ত্তমান কালে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এখন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের স্বার্থ-ই এক বৃহৎ পাকস্থালীতে সংমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রত্যেককেই, যে কোন উপায়েই হউক, নিজ নিজ জীবন ধারণের জন্য সমভাবে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। সুতরাং আভিজাত্যের সূক্ষ্মাবরণ সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে অপসৃত হইয়া যাইতেছে। এখন এইরূপ সাম্যবাদনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই দেশের পক্ষে মঙ্গল জনক। পাশ্চাত্য জগতে এই সাম্যবাদনীতি প্রতিষ্ঠা হইতেই জনসাধারণের আর্থিক ও মানসিক উন্নতির সূচনা দেখা গিয়াছে। ইহাদের জীবন ধারায় একটি বিশেষত্ব এই যে তাহাদের উপস্থিত জীবনোপায়কে তাহারা উন্নতি সোপানে আরোহণের নিম্নতম ধাপ বলিয়া মনে করে, তাহাদের দৃষ্টি উচ্চাকাঙ্ক্ষারূপ ধ্রুব তারার প্রতিই সর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকে। আমেরি-কার একজন পথের 'জুতাবুরুষ' ও আশা করে যে সে একদিন প্রেসিডেন্টের পদ অধিকার করিয়া "শ্বেত ভবনে" অধিষ্ঠান করিতে পারে। ইহাইত মনুষ্যত্ব, ইহাইত উন্নতিশীল স্বাধীন জাতির যোগ্য উক্তি ও মনোভাব। ইংলণ্ডে ও দেখা যায় যে, যে সকল লোক এক

সময়ে কারখানার দ্বার রক্ষকের কার্য্য করিয়া কিংবা বয়লারে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহারাও এখন, মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা সাধন হেতু, মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যপদ লাভ করিয়া রাজ্যশাসন ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেছে। আমাদের দেশের যুবকগণের ও এই আদর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে, ব্যষ্টি ভাবে মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা সমগ্র জাতির প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রাখা ও একান্ত প্রয়োজন। তবে অন্নসংস্থান প্রাথমিক কার্য্য। শরচ্চন্দ্র ইহার সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ভদ্রবংশজাত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের নানাবিধ মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি অনেক সময় বলিতেন "ইহারা কি? ইহারা কি মানুষ? বাঙ্গলার মাটিতে, জলে, জঙ্গলে, টাকা পয়সা ছড়ান আছে, কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হয়।" একথা অলীক নহে। অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহুলোক আসিয়া এই সুজলা সুফলা বঙ্গভুমি হইতে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে, আর বাঙ্গালার সুসন্তানগণ কিনা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে! শরচ্চন্দ্র অবশ্য এই ছড়ান অর্থ 'কুড়াইবার' চেষ্টা কখনও করেন নাই, তাঁহার সেরূপ প্রয়োজন ও হয় নাই। কিন্তু তিনি ইহার নির্দ্ধারিত পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

শরচ্চন্দ্রের জীবন ধারায় দেখা গিয়াছে যে কর্ম্মেতেই তাঁহার অত্যধিক আসক্তি ছিল। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্মসম্পাদনে তাঁহার ঐকান্তিক অভিনিবেশ, যৌবন কাল হইতেই অভিব্যক্ত দেখা গিয়াছে। এইরূপ আদর্শ কর্ম্মী বাঙ্গলায় আর একটি নাই। সুতরাং তাঁহাকে "বাঙ্গলার কর্ম্মবীর" বলা অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার এই কর্ম্ম রাজনীতিক নহে, ইহা সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক এবং প্রকারান্তরে সমাজনৈতিক। দেশে এইরূপ আদর্শস্থানীয় কর্ম্মী ইদানীং বিশেষ আবশ্যক।

সমাপ্ত

অশুদ্ধ সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১০	প্রবীন	প্রবীণ
১	১০	প্রবীন	প্রবীণ
২	১১	তাহার	তাঁহার
৪	১৫	বর্ণবিন্যাশ	বর্ণবিন্যাস
৫	১৪	মনোক্ষুন্ন	মনঃক্ষুণ্ণ
”	১৯	ইহাদের	ইঁহাদের
”	২০	তাহাদের	তাঁহাদের
৭	৭	অক্ষুন্ন	অক্ষুণ্ণ
১৬	৭	অধঃস্তন	অধস্তন
২৩	২৫	প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত
২৪	২৭	সোন্দর্য্য	সৌন্দর্য্য
২৬	৭	বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য
২৯	১৩	সে	যে
৪২	৮	অনোন্যপায়	অনন্যোপায়
৪২	১০	ব্যবহারাজাব	ব্যবহারাজীব
৪৩	২৬	গরিষ্টের	গরিষ্ঠের
৪৪	২৭	মস্তিস্ক	মস্তিষ্ক
৪৫	১০	উল্লম্বণ	উল্লম্বন